

আরও শক্তি বাছে
ভারতের, সোমবার
ভারতীয় নৌবাহিনীতে
অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে
আইএনএস তুশীলের



দীর্ঘদিন ধরে
পারিবারিক সম্পত্তি
নিয়ে বিবাদের কারণে
খুড়তুতো ভাইয়ের
হাতে দাদা খুন হলো।



৬ বছরের নাবালিকা
নিজের বিয়ে আটকে
উজ্জল কন্যাশ্রী পুরস্কার
পায় আমবুপির
বিথীকা।



সকালে ট্রাভিস
হেডের তাণ্ডব। সন্ধে
হতেই গোলাপি বলে
হিমশিম খেলেন
ভারতের ব্যাটাররা।



বাংলাদেশ আবহে মোদিকে খুনের হুমকি!

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : হিন্দু নির্ধাতন নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে ভারতের। এর মাঝেই ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খুনের হুমকি দেওয়া হল মুম্বই পুলিশকে। হোয়াটসঅ্যাপে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মোদির প্রাণনাশের বার্তা দেওয়া হয় তাদের। যে নম্বর থেকে মেসেজ এসেছিল তা রাজস্থানের আজমোরে বলে খবর। মুম্বই পুলিশের এক বিশেষ দল অভিযুক্তকে ধরতে সেখানে রওনা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, আজ শনিবার সকাল মুম্বই ট্র্যাফিক পুলিশের হেল্লাইনে নম্বরের হোয়াটসঅ্যাপে হুমকি বার্তাটি আসে। সেখানে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের দুই এজেন্টের নাম উল্লেখ করা হয়। জানানো হয়, কীভাবে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে খুন করার ছকও এর থেকে বেশি আর কোনও তথ্য জানানো হয়নি পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, হুমকি বার্তা পেয়েই দপ্তর শুরু করা হয়। যে নম্বর থেকে মেসেজটি এসেছিল সেটি রাজস্থানের আজমোড়ের বলে চিহ্নিত করে পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তকে ধরতে মুম্বই পুলিশের একটি দল মরু রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তবে তদন্তকারীরা প্রাথমিক ভাবে মনে করছেন, অভিযুক্তের কোনও মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। অথবা সে মত অবস্থায় এই মেসেজ করে থাকতে পারে। সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই হুমকির ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে বিজেপি : অমিত শাহ

আহমেদাবাদ, ৭ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের ভূমি প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে বিজেপি সরকার। এদিন আহমেদাবাদে লোকসেবা ট্রাস্টের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, বিজেপি সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, শাস্ত্রী মূল্যের আবাসন, চিকিৎসা সেবা এবং শিক্ষা এবং নাগরিকদের জন্য একটি উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জনগণকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সমাজের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, সেটি হবে দেশের জন্য সত্যিকারের সেবা। উল্লেখ্য, এদিন সকালে আহমেদাবাদে ৭০ শয্যা বিশিষ্ট শ্রোবাল মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত।



ছাব্বিশের ভোটের আগে রাজ্যে নতুন দল হবে, সেলিমের দাবি

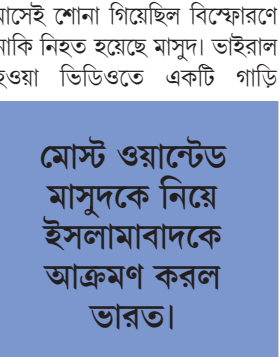
দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে বাংলায় নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি হবে। চাক্ষু্যকর মন্তব্য সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের। সেলিমের এই দাবি নিয়ে অবশ্য পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসেরও। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, সেলিম দাবি করে বলেন, বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে থেকেই আরেকটা দক্ষিণপন্থী দল তৈরি হবে। তৃণমূল ও বিজেপিতে যারা পাতা পাচ্ছে না, তারা বিকল্প ব্যবস্থা রাখছে, আর যাতে পাতা পায় সেজন্য ব্ল্যাকসেল করার চেষ্টা করছে। নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে নাকি এ বিষয়ে আবেদনও জমা পড়েছে। সেলিমের এনেনে ‘ভূমি দাবি নিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেদিনকে উদ্দেশ্য করে পাল্টা তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, গোটা রাজ্যে সিপিএম দলটা শূন্য। উনি রাজ্য সম্পাদকের চোয়ার আকড়ে বসে রয়েছেন, আর পরের পর ভোটে পরাজয় হচ্ছে পার্টির। আগে নিজের দলকে সামলান, তারপর অন্য দলের জন্মের খোঁজ নেবেন। এদিকে, সিপিএমের তরফে অবশ্য কৌশলে এই নতুন দলের কথা ভালোনা হচ্ছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। সিপিএম সরাসরি বলেছে, নতুন দল বামপন্থী নয়, দক্ষিণপন্থী দল। সেখানে পরিচিত রাজনৈতিক মুখকেও নাকি দেখা যেতে পারে।

আবাস যোজনা প্রকল্পে নথি আরেক দফা খতিয়ে দেখবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : আবাস যোজনা প্রকল্পে উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়ার আগে পরিচয় সহ অন্যান্য নথি আরেক দফা খতিয়ে দেখা হবে। এজন্য রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। ওই শিবিরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট উপভোক্তা নিজের নাম, ব্যাকুল সমস্ত তথ্য যাচাই করে সম্মতি দেওয়ার পর পোর্টালে উপভোক্তা নামের সঙ্গে তার আধার নম্বরের সংযুক্তিকরণ করা হবে। উপভোক্তার পরিচয় নিশ্চিত করতে বয়োমোট্টিক ব্যবস্থা রাখা হবে। এই ছাড়াও যে মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ করা রয়েছে, সেই মোবাইল নম্বরে ওটিপি'র মাধ্যমেও পরিচয় যাচাই করা হবে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেই আবাসের চূড়ান্ত নামের তালিকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম তোলা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছে ‘মৃত মাসুদ আজহার!' পাকিস্তানে বহাল তব্বিতে জইশ নেতা?

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার শীর্ষে থাকা মাসুদ আজহার বহাল তব্বিতেই রয়েছে পাকিস্তানে, তিনি মরে যায় নি। সম্প্রতি এক রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হচ্ছে। পড়শি দেশের বাহাওয়ালপুরে এক জনসভায় নাকি ভাষণ দিতে দেখা গিয়েছে পুলওয়ামা হামলার মূল চক্রী সন্ত্রাসবাদী নেতাকে বলে খবর। সেই নিয়ে ইসলামাবাদকে আক্রমণ করল ভারত। বিশেষমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, যদি এই রিপোর্ট সত্যি হয় তা পাকিস্তানের 'নতুন করে তুলে ধরল। বিশেষমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, আমাদের দাবি, ওর (আজহার) বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করুক পাকিস্তান। অথচ বলা হয় ও নাকি পাকিস্তানে নেই।



কিন্তু প্রাপ্ত রিপোর্ট যদি সত্যি হয় তাহলে তা পাকিস্তানের দ্বিচারিতাকেই তুলে ধরবে। মাসুজ মাসেই শোনা গিয়েছিল বিস্ফোরণে নাকি নিহত হয়েছে মাসুদ। ভাইরাল হওয়া ডিভিওতে একটি গাড়ি মোস্ট ওয়ান্টেড মাসুদকে নিয়ে ইসলামাবাদকে আক্রমণ করল ভারত। বিস্ফোরণে তখনই হতে দেখা যায়। নেতাজেনদের দাবি ছিল, ওই গাড়িতে ছিল মাসুদ আজহার। কখনও আবার এমনও শোনা গিয়েছে সে শয্যাসারী। দুবছর আগেই পাকিস্তানি আধিকারিকরা দাবি করেছিল যে মাসুদ আজহার আফগানিস্তানে আছে এবং সেখানে

আরও শক্তি বাড়ছে ভারতের, ৯ ডিসেম্বর নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আইএনএস তুশীল



নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : আরও শক্তি বাড়ছে ভারতের, সোমবার (৯ ডিসেম্বর) ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে সুমাত্রের নতুন প্রহরী আইএনএস তুশীলা। রাশিয়ার কালিনিনগ্রাদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে আইএনএস তুশীল। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এছাড়াও ভারত ও রাশিয়ার শীর্ষ প্রতিরক্ষা আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।অন্তর্ভুক্তির পর আইএনএস তুশীল ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ান কম্যান্ডের অধীনে ভারতীয় নৌবাহিনীর ওয়েস্টার্ন ফ্লিটের ‘সোর্ড আর্ম’-এ যোগ দেবে এবং বিশ্বের সবচেয়ে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ফ্রিগেটগুলির মধ্যে স্থান পাবে। এই রণতরী শুধুমাত্র ভারতীয় নৌবাহিনীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতীক নয়, ভারত-রাশিয়া অংশীদারিত্বের স্থিতিস্থাপক সহযোগিতামূলক শক্তিও প্রদান করবে।

অষ্টলক্ষী মহোৎসবের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী, চলবে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার বিকেলে নতুন দিল্লির ভারত মন্ডপমে অষ্টলক্ষী মহোৎসবের সূচনা করছেন। ৬-৮ ডিসেম্বর তিন দিনের এই মহোৎসবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮ টি রাজ্যের সংস্কৃতি, বস্ত্রশিল্প, কারুকলা, পর্যটনের সুযোগ এবং নিজস্ব পণ্যের সস্তার তুলে ধরা হবে। আড়াইশোর বেশী শিল্পী, ৬৪ টি জি আই ট্যাগ প্রাপ্ত সামগ্রী সহ একাধিক হস্তশিল্প, হ্যান্ডলুম এবং কৃষি ও হাট পণ্য প্রদর্শন করবেন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের যোগাযোগ ও উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিঙ্গিয়াও। ৬ থেকে ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রথম অষ্টলক্ষী মহোৎসব পালিত হচ্ছে। অষ্টলক্ষী মহোৎসবের লক্ষ্য হল উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাণকণ্ঠ টেক্সটাইল সেক্টর, পর্যটনের সুযোগ, ঐতিহ্যবাহী কারশিল্প, এবং স্বতন্ত্র ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (জিআই) প্রদর্শনের জন্য একটি মঞ্চ প্রদান।

শ্রীভূমিতে স্বাস্থ সেবা উৎসব সমাপ্ত :৪৬টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন সম্পন্ন

শ্রীভূমি (অসম) ৭ ডিসেম্বর : অসম সরকারের উদ্যোগে স্বাস্থসেবার মান উন্নায়নের লক্ষ্যে আয়োজিত স্বাস্থ্য সেবা উসব বৃহস্পতিবার শ্রীভূমিতে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এই উৎসবের সময় ৪৬টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন করা হয়, যেখানে পরিষেবার মান, পরিকাঠামো এবং সেবা প্রদানের সামগ্রিক কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয়। স্বাস্থ সেবা উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি চিহ্নিত করা, মান অনুযায়ী সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান এবং রোগীদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিত করা। এই উৎসব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেরা পদ্ধতি ভাগ করে নেওয়ার একটি সুযোগও সৃষ্টি করেছে। এই মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশ নেন শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ১৮ জন ডাক্তার, জেলা প্রশাসনের ২৬ জন আধিকারিক, এবং অসম সরকারের মনোনি৮ জন মূল্যায়ক। তারা রোগী সেবা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কর্মীদের কার্যক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের প্রাপ্যতা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক পর্যালক্ষণ করেন। ডা. সুমনা নাহিউং, যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক, শ্রীভূমি, বলেন, স্বাস্থ সেবা উৎসব আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ প্রদান করেছে। এর ফলাফল আমাদের পরিষেবার ঘাটতি পূরণে সহায়তা করবে এবং মানুষকে আরও ভাল সেবা দেওয়ার পথ প্রসূত করবে। এই

ডাবলুএভিইএস-এর আগে রোড শো করলো কলকাতার পিআইবি, পূর্বাঞ্চলীয় মহানির্দেশক বললেন রাজস্ব আদায় এবং কর্মসংস্থানের বড় উৎস হয়ে উঠবে

নয়াদিল্লি৯পিআইবি, ৭ডিসেম্বরঃ ভারত সরকার সেক্টর্যারি ০৫ - ০৯, ২০২৫ ওয়ার্ল্ড অডিও-ভিজুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ডাবলুএভিইএস) -আয়োজন করতে চলেছে। কিন্তু তার আগে দেশের গণমাধ্যম এবং বিনোদন শিল্পে কর্ম তপরতা এবং বিশেষ তার প্রভাব আরও বাড়তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘ মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজাইন ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’-এর দিশা নির্দেশ অনুযায়ী সূচনা হয়েছে। ‘ মেক ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ - সেশন ১’-এর।এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো কলকাতা এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিমেশন ডাবলুএভিইএস সম্পর্কে সচেতনতার প্রসারে সত্যজি রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন

প্রবল ঠান্ডায় কাঁবু কাশ্মীর উপত্যকা, কাঁপুনি শীত লেহ ও কার্গিলে

শ্রীনগর, ৭ ডিসেম্বর :কনকনে শীতে কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা, কাশ্মীরের তুলনায় শীত একটু বেশি লেহ ও কার্গিলে। এছাড়াও শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহেলগাম-সহ কাশ্মীরের নানা স্থানেই হিমাক্ষের অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। আর লেহ ও দাস সীতে রীতিমতো কাঁপছেজিম্মু ও কাশ্মীরে আবারও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে ৯ ডিসেম্বর সকালের মধ্যে উঁচু পাহাড়ে হালকা তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর এই সময়কালে আবারও শুষ্ক হয়ে উঠবে আবহাওয়া। এরপর ১৫-১৬ ডিসেম্বর আবারও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে কাশ্মীরে দিল্লিতে তাপমাত্রার পারদ-পতনের সঙ্গে



সঙ্গেই দৃশ্যও কমছে। স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠছে আবহাওয়া। শনিবার সকালে কনকনে ঠান্ডায় ঘুম ভেঙেছে দিল্লীবাসীরা। আর দৃশ্য কমায় স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলছেন রাজধানীর বাসিন্দারা। দিল্লির লোধি রোডে এয়ার কন্সয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ১২.৭। দিল্লির সময়কাল-এ এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পালমে ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।দৃশ্য অনেকটাই কমলেও, শনিবার সকালে রাজধানীর নানা অঞ্চলে ছিল হালকা

কুয়াশা। দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারতেই ধীরে ধীরে শীত বাছে। শীতল হাওয়ায় ঠান্ডার পরশ উত্তর প্রদেশেও। ভাজনগরী আগ্রায় এদিন সকালে শীতের পরশ বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে। ঠান্ডা বাছে পঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও। তবে, আপাতত খুব বেশি তাপমাত্রা কমবে না বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। অন্যদিকে শিমলাতে, দীর্ঘ শুষ্ক আবহাওয়ার এবার অবসান হতে চলেছে হিমাচল প্রদেশে, আগামী ২৪ ঘণ্টার

মমতাকে ইন্ডি জোটের প্রধান অংশীদার হিসেবে দেখতে চাইঃসঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর :মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইন্ডি জোটের প্রধান অংশীদার হিসেবে দেখতে চাই। তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। একইসঙ্গে তিনি

জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে তাঁরা শীঘ্রই কলকাতায় আসবেন।ইন্ডি জোট প্রসঙ্গে সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ইন্ডি জোটের নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক’, এ প্রসঙ্গে শনিবার শিবসেনা (ইউএনটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন আমরা মমতাঞ্জি এই মতমত জানি। আমরাও চাই, তিনি ইন্ডি জোটের একজন প্রধান

জাতের নামে বজ্জাতিপনার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজনঃমন্ত্রী সুধাংশু দাস

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর : জাতের নামে বজ্জাতি রূপতে যুব সমাজকে আন্দোলনমুখী হওয়ার আহ্বান জানানলেন ত্রিপুরার তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস। গত শুক্রবার তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ডঃ বি আর আম্বেদকর এর তিরোধান দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান মন্ত্রী। এদিন রাজধানী আগরতলায় স্বল্পসম্ভ প্রাসাদে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে দেশের সংবিধান প্রণেত ডঃ বি আর আম্বেদকরের তিরোধান দিবস। গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও এই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি হয় রাজধানীতে উজ্জ্বলত প্রাসাদ চত্বরে। এখানে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাপতিত বলাই



গোস্বামী, বিধায়িকা মিনারানী সরকার, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নাথার সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে অতিথিরা এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ডঃ বি আর

আম্বেদকর কেবলমাত্র সংবিধান প্রণেতাই নন। দেশকে কুসংস্কারের আঁধার থেকে মুক্ত করার পথ দেখিয়েছেন তিনি। তাই আজকের এই দিনটি তাঁকে আমরা রাখার দিন।তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর দিন।মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংবিধানকে রক্ষা করার সময় এসেছে। ডঃ বি আর আম্বেদকরের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সময় এসেছে। তিনি বলেন,

বাংলার লোক উৎসব নবান্ন চলে গ্রামে গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসে

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়:গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যে নবান্ন। নতুন ধানের-চালের উৎসব। এই লোক উৎসব উপলক্ষ্যে সারা অগ্রহায়ণ মাস জুড়ে মেতে ওঠে পূর্ব বাংলার প্রতিটা গ্রাম। পশ্চিম বঙ্গে পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম জেলার গ্রামে গ্রামে একটু বেশি।অগ্রহায়ণ মাসে শুরু থেকেই প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত এই উৎসব হয়। গ্রামের মানুষ পাড়ার মানুষ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক হয়। কোনো কোনো গ্রামে নবান্ন উৎসব প্রায় এক সপ্তাহ। অন্নপূর্ণা পূজোর সাথে গ্রামা দেব দেবী পরিবারের দেবদেবীর পূজো দেওয়া হয় ফল মিষ্টির সাথে নতুন ধানের চাল দিয়ে। পরলোককে পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। পূজোর পরে পরিবারের প্রবীন মানুষ কোনো সদস্যদের হাতে বা পাতে এ প্রসাদ দেওয়া হয়। এক সাথে মান করে নতুন পোশাক পড়ে পরিবারের সকল সদস্য ফল মিষ্টির সাথে নতুন ধানের চাল ভিজিয়ে বা বেঁটে খাওয়া নবান্ন। ফলে মধো কা দিয়ে চাঁচি মিষ্টি সহযোগে নতুন চাল খাওয়া নবান্ন। নতুন ধানের ভাত পায়।সা ভালো খাবার খাওয়া দাওয়া। গ্রামের সব দেব-দেবী দেব নতুন ধানের চাল উৎসর্গ করে নবান্নের প্রসাদ গ্রহন করেন দেবীর গ্রামবাসী। মেতে ওঠেন দেব-দেবীর পূজা অর্চনায় মহা সমারোহে। বর্ধমানের দেবী সর্বমঙ্গলা নবান্ন পূজো

হয়। ভাতেরর এরকমারেভ সোনারকালী পঞ্চানন মহাকর্ষ নাবান্ন পূজো করা হয়। তারাপািঠে তারামা কল্যেন্দুরী দেবী নাবান্ন উৎসব হয় । প্রায় সকল দেবদেবীর নবান্ন পূজো হয়। অনেক গ্রামে দুর্গা কালী পূজার মতো নবান্ন লক্ষী বা অন্নপূর্ণার পূজায় প্রতিমা-মন্ডপ-আলোকসজ্জা মাইক ডিজে ও বাজানায় এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ আকাশে বাতাসে অনেক গ্রামে গ্রামে।অন্নপূর্ণা, দুর্গা, শিব,রাধাকৃষ্ণ, গণেশ সহ বিভিন্ন দেবীর পূজার প্রতিমা তৈরি করে পূজো করেছেন পূজো উদ্যোক্তরা। যাত্রা নাটক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয় বিভিন্ন গ্রামে।বিদগি ও পরের থেকে অনেক কমে গেছে এখন। কাটোয়ার ভাভাত মঙ্গলকোট আউগ্রাম গলসি মেমোরী রায়না খন্ডযোষ কালনা প্রায় প্রতিটি গ্রামে গ্রামে বীরভূমের প্রায় গ্রামে এবং পশ্চিম বর্ধমানে ও একই ত্রিভাসার বাংলা এই উৎসবে মেতে ওঠে প্রতি গ্রামে। গ্রামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জগদানন্দপুর এরকম।মহাতা ভাটাকুল নূরপুর সুখপুকুরিয়া মানকর বৃন্দদ রামনগর রামজপুর রামপুর সাকৈ শ্যামানন্দার মক্তেশ্বর নাদনঘাট সমুদ্রগ্রগ পূর্বসম্বলী বঙ্গহুত নানুর চারকল গ্রাম লাভপুর গ্রামবাংলার পূর্ববৃন্দ লাউদহ গ্রামবাংলা সহ কাঁচা নূরপুর পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলার প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি পরিবারের এই উৎসব

হয়। নবান্নের পল্লিগ্রাম একই দৃশ্য দেখা যায় ।বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব।যেখান প্রায় সকল সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ অংশগ্রহণ করে। আমদে মেতে ওঠেন নবান্নের সন্ধ্যায় এক প্রকার শপথ নেওয়ার মতো শিক্ষা দেয় বাড়ীর বড়োরা। একটি পাত্রে নতুন ও পুরনো চালে সাথে কয়েন দিনে গিলি বা মা ছেলেদের হাতে দিয়ে বলে নন পুরনো সহি , লক্ষ্মী লাভ হই, নতুন বান্ধি পুরনো খাই এই জেনো জন্ম জন্ম করিন। পুরনো চাল দিতে কাটা হয় ।পরদিন 'নবা নবান্ন' বা বাসি নবান্ন। এদিন পূজোর থেকে খাওয়া দাওয়া জোর বেশি। নবান্নের দিন বেশীর ভাগ মানুষ নিরাশির খেলেও পরের দিন কোনো বিধিনিষেধ থাকে না । দুর্দিন দিন আনদে মেতে ওঠে প্রবীন থেকে ছেলে বড় বাচ্চা। নবান্ন উপলক্ষে প্রতিটি বাড়ী যাওয়া সবার হয়। বন্ধু কুটুম্বদেরে নিমন্ত্রণ করা ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হয় লোক লোকিকিতা করে ।ঘাটো দিন যাচ্ছে আনন্দে ভাটা পড়ছে। আধুনিকতা গ্রাম্য জাতিলা রাজনৈতিক অলো্য এবং শারীরিক ও অর্থনৈতিক কারণে আগের থেকে আনন্দ কমে আসছে। এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠান ব্যাস্ততা ভাটা কানন মনে করেন উৎসব পালান পাড়া ক্লাব এমনকি গ্রাম একে অপরকে টেকা দিতে চায় এমন দেখা যায় ।অন্যান্য পূজায়

যেমন হলপ্যাভেল প্রতিমা ভাসান নিয়ে অলিগতি প্রতিযোগীতা চলে নবান্ন উৎসবে। স্ত্রইই অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নের সাথে ইতু পূজো চলে মাস জুড়ে। কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত । সংক্ষেপে প্রতি রবিবার ।ও নবান্নের দিন।শেষ দিন অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি ইতু পূজো হয় । ইতু সূর্য পূজো। ইতু বা মিস পূজো সূর্য একনাম । মিত্র থেকে মিতু ,মিতু থেকে ইতু হয়েছে।চাঁদের আসকে সরউচউকলই বড়া তৈরি ও খাওয়া হয়।নবান্ন নিয়ে রসিকতা মস্তুরা চালু আছে। ' নর্গায়ের নকর্তা বলে গেলো নওই নবান্ন। কিম্বদা ল গাঁয়ে লই লনাললই লনাল লা কললই লয়া' ইত্যাদি।এই সময় বাজার চাঙ্গা হয়।ফল মিষ্টি সবজি কেনা কাটা চলে। ধান কাটা ঘরে তোলা মরমুল চলেছে।কাঁচকা চাষ বরি চাষ প্রায় শেষ। খেতাজুর সহ চাষির আয় হয়। স্থানীয় হাট বাজারে ভীষণ ভীড়। ফলে মধো কা কেনা বোচা বেশি। কলা যেমন বাজারে আমদানি বেশি, চাহিদাও বেশি। অযোযিত প্রতিযোগিতা চলে। মধ্যো ক্রেতাদের মধ্যে।বাজারে চালনে মিষ্টি দোকানে দোকানে। মাস শেষের দিকে ভীড় ততো বাড়ো।হাটে বাজারে এতে ভীড় সারা বছরেএকবার অগ্রহায়ণ মাসে দেখা যায়। সংঘার রিষ্ট সলক পরিবারে নবান্নের কেনাকাটা চলে অগ্রহায়ণ সারা মাস জুড়ে।

বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন ফডনবিস, শিন্ডে ও অজিত অধ্যক্ষ নির্বাচন ৯ ডিসেম্বর



মুম্বই, ৭ ডিসেম্বর :৪বিশেষ অধিবেশন বসলো মহারাষ্ট্র বিধানসভায়। শনিবার মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস এবং দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও অজিত পওয়ার। তাঁদের শপথবাচা পাঠ করিয়েছেন প্রোটেম স্পিকার কালিদাস সুলোচনা কোলাস্কার।শনিবার থেকে শুরু হওয়া মহারাষ্ট্র বিধানসভার এই অধিবেশন চতুবে ৬-দিন। মোট ২৮৮ জন বিধায়ক হিসেবে শপথ নেবেন। মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর, সোমবার।

সুখবীরের ওপর হামলায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মান, বললেন দোষীর শাস্তি হবে

মোহালি, ৭ ডিসেম্বর : অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির চত্বরে শিরোমণি অকালি দলের অন্যতম প্রধান নেতা সুখবীর সিং বাদলের ওপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দোষীর শাস্তি হবে। বুধবার মোহালিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেছেন, এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। পঞ্জাব পুলিশের কর্মীদের সবচেঁতার কারণে বড় ঘটনা এড়ানো গেছে। অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি পুলিশ এবং জিজিপি-র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করছি।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। খুব শিগগিরই হামলার পেছনের উদ্দেশ্য জানা যাবে। রাজ্যকে যেনে প্রতিপন্ন করার এমন ষড়যন্ত্র আমরা সফল হতে দেব না। আমি সুখবীর বাদলের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিক্ষোভ এএপি-র, বিজেপিকে তোপ অতিশীর

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর :দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল আম আদমি পার্টি (এএপি)। এএপি নেতারা এদিন দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লি বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কেন্দ্র ও বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান তাঁরা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও একই পরিবারের ৩ জনকে খুন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অতিশী বলেছেন, সকালে নের সরাইতে একই পরিবারের ৩ জনকে খুন করা হয়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগে প্রকাশ্য দিবালোকে দুই পুলিশ সদস্যকে খুন করা হয়েছিল। দিল্লিতে বিজেপির একটাই দায়িত্ব, তা হল মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া। তবে এটা স্পষ্ট যে কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

সংসদে বিরোধীদের ভূমিকায় হতাশ মায়াবতী, মুসলিমদেরও করলেন সতর্ক



লখনউ, ৭ ডিসেম্বর : সংসদে বিরোধীদের ভূমিকায় হতাশা ব্যক্ত করলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)–র প্রধান মায়াবতী। একইসঙ্গে বিজেপিরও সতর্ক করলেন তিনি। শনিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মায়াবতী বলেছেন, সংসদে বিরোধী দল দেশ ও জনস্বার্থের বিষয় তুলে ধরছে না। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে, বিশেষ করে সপা এবং কংগ্রেস সম্ভলের হিসার অজুহাতে মুসলিম নেতাদের খুশি করার চেষ্টা করছে। অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, এই দলগুলি সম্ভলে মুসলিম সম্প্রদায়কে নিজেদের মধ্যে লড়তে বাধ্য করছে। মুসলিম সম্প্রদায়কেও সতর্ক থাকতে হবে।অন্যদিকে বাংলাদেয়ে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ওপর নিপীানের ঘটনায় উদ্বিগ্ন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তিনি কংগ্রেসের ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করেছেন। শনিবার এক বিপুল সংখ্যক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। তাদের অধিকাংশই দলিত এবং দুর্বল শ্রেণীর মানুষ...কংগ্রেস দল নীরব এবং এখন শুধুমাত্র মুসলিম ভোটের জন্য 'সাবধান' বলে চিৎকার করছে। এক্ষেত্রে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং তাঁদের সমর্থকরা একই মূদ্রার দুই পিঠ।মায়াবতী আরও বলেন, এমতাবস্থায় পুলিশ নেতৃস্থানীয় কেংড্রীয় সরকারের দায়িত্ব পালন করা উচিত। যাতে দলিত শ্রেণির মানুষ যারা শোষণের শিকার হচ্ছেন, তাদের ভোগান্তি পোহাতে না হয়। নতুবা সেখানকার সরকারের সঙ্গে কথা বলে তাদের ভারতে ফিরিয়ে আনা হোক, কংগ্রেসের তুলের কারণে তাঁদের ক্ষতি হচ্ছে।

প্রতিটি কাজ শুধুমাত্র দেশের নামেই হতে হবেঃযোগী আদিত্যনাথ

বারাণসী, ৭ ডিসেম্বর : প্রতিটি কাজ শুধুমাত্র দেশের নামেই হতে হবে। দেশের দিলে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর কথায়, আমাদের কোনও ব্যক্তিগত অস্তিত্ব নেই। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শনিবার স্মরণের মহামন্দিরে শতবর্ষী মহোৎসবে যোগ দেন। এই মহোৎসবে বক্তৃতার সময় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, প্রতিটি কাজ হোক দেশের নামে, আমাদের ব্যক্তিগত কোনও অস্তিত্ব নেই। আমাদের দেশে নিরাপদ থাকলে আমাদের ধর্মও নিরাপদ, আমাদের ধর্ম নিরাপদ থাকলে আমরাও নিরাপদ থাকব।



রাম বিবাহ শোভাযাত্রাকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, অশান্ত বিহারের দারভাঙ্গা

দারভাঙ্গা, ৭ ডিসেম্বর : রাম বিবাহ শোভাযাত্রাকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে অশান্ত হয়ে উঠল বিহারের দারভাঙ্গা জেলার তারাউনী গ্রাম। দারভাঙ্গার এসডিএম বিকাশ কুমার বলেছেন, কোনও বিরূি নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহকিতাপ্ত হয় এবং পরে বিষয়টি আরও খারাপ হয়ে ওঠে। সময়মতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে তদন্তের পর জানা যাবে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।দারভাঙ্গার এসএসপি জগন্নাথ রেড্ডি বলেছেন, অনুমতি ছাড়াই, এসএইচওকে না জানিয়ে শ্রী রাম জানকির বিয়ের জন্য একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল। শোভাযাত্রা ওয়াজিদপুর মসজিদের কাছে পৌঁছলে, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ হয়, যার পরে পাথর ছোড়া শুরু হয়। এসএইচও এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এখনও পর্যন্ত সিসিটিভির ভিত্তিতে কোনও গ্রেফতার হয়নি।

দুরন্ত বার্তা

ইভিএম ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে :আদিত্য ঠাকরে

মুম্বই, ৭ ডিসেম্বর : তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য ঠাকরে। তাঁর কথায়, ইভিএম ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে শনিবার উদ্ধব ঠাকরের শিবিরের জয়ী প্রার্থীরা বিধায়ক হিসেবে শপথ নেননি। আদিত্য বলেছেন, আমরা শপথ অনুষ্ঠান বয়কট করেছি, কারণ ইভিএম ব্যবহার করে ভারতে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। এটি (মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল) জনগণের জনাদেশ নয়, এটি ই ভিএম এবং নির্বাচন কমিশনের ম্যানেজটাবাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা আদিত্য ঠাকরে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কী করছে? তাঁরা এখনো দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কিছুই করছে না। হিন্দীরা গান্ধী কিছু করেছিলেন এবং এখন বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যে বংশগত চাছে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু করা উচিত।

আবহাওয়া
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই আবারও ফিরেছে শীতের আমেজ। তবে, জাকিয়ে শীতে এখনও উধাও। কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির তুলনায় শীতের আমেজ বেশি পশ্চিমের জেলাগুলিতে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।পারদ নামতেই বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের আট জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার পশ্চিম ঝঞ্ঝার কারণে বৃষ্টি হতে পারে ঝাড়খণ্ড-বঙ্গোড়। জ্যোতির-বঙ্গোড় ৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫০মিনিট এবং রাত ২ টা ৫০মিনিট। সফ্টউয়্যে সকল ৬টা ০৫ মিনিট এবং অষ্ট ৪টা ৫০মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জকা

২১ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ৭ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৬৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২২ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ৬ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাংস, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২২ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিডিলাঃ১৬ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ পৌন্থি়, আসামঃ২১ অযোন, মুসলিঃ ৫-জমাদিউ স-সানি-১৪৪৬ হিজরীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০৬ঃ ৩৬ এবং অস্তঃরিকাল ০৪ঃ৪৯ঃ ১৪।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ৫৯ঃ ৫৬(৭) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ৩৫ঃ ০৬(৭)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসংস্কৃমী (ভদ্রা)।শুক্র ঘণ্টা ০৭ঃ৪৩ঃ০৬ দং ৩৫৯২৫ পর্যন্তক্ষত্রঃধর্নিটা বিকাল ৩ঃ৩৫ঃ৩৬২৫ দং ২৪ঃ৪৫ঃ৫০ পর্যন্ত পুর শ্রীভূমিকালঃ৭৭ রাত্রিঃ০৬ঃ ৩৮ঃ৫১ দং ৩৬২০৩০ পর্যন্ত পরে বর্জিঃযোগঃহর্ষণঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০৬ঃ৩৯ থেকে - ০৬ঃ৪৯ঃ২৯ থেকে, তারপর ০৭ঃ৩২ঃ২০ থেকে - ০৯ঃ৪০ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ ৪৯ঃ২৪ থেকে - ০২ঃ৪০ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ২৬ঃ৩৮ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ১৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ১২ঃ৪৭ঃ৪৩ থেকে - ০২ঃ৩৪ঃ০১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃরাত্রি ০২ঃ০৪ঃ ০১ থেকে - ০৩ঃ২৫ঃ২১ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ৪৯ঃ২৯ থেকে - ০৭ঃ৩২ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৪ঃ৪৯ঃ১৯ থেকে - ০২ঃ৪২ঃ২৮ পর্যন্ত। বারবেচাঃদিন ১২ঃ৪৮ঃ১৯ থেকে - ০২ঃ০৮ঃ৩৯ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৬ঃ০৬ঃ৩৯ থেকে - ০৭ঃ২৬ঃ৫৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ২৮ঃ৫১ থেকে - ০৪ঃ৪৯ঃ১৯ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৪ঃ৪৯ঃ১৯ থেকে - ০৬ঃ১৮ঃ৫৯ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ২৬ঃ৫৯ থেকে - ০৬ঃ০৬ঃ৩৯ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রাত্রিঃ১২ঃ৪৪ঃ৩২ (১৮) ২ পদমস্তঃ ১০১৪ঃ৩৬ (২৪) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩ঃ০৪ঃ৩৬ (৮) ৩ পদধৃঃ ৭১১৫ঃ২০ (১৭) ৩ পদবৃহস্পতিঃ ২২ঃ৭৭ (৪) ৪ পদশুক্রঃ ৯৫ঃ৭২১ (২১) ৩ পদশনিঃ ১০১৫ঃ৪৪ঃ৩ (২৪) ৩ পদরাহুঃ ১১১০ঃ৫১১৯ (২৬) ৩ পদকেতুঃ ৫১০৫ঃ১৯ (১৩) ১ পদবৃধ বক্রিঃবৃহস্পতি বক্রি।লাগুঃ১৯ঃ১৯ঃ৮৮ পর্যন্ত। কুলিকঃ১৯ঃ১৯ঃ৮৮ পর্যন্ত। মীন রাশি পূরণ ০১ঃ৩৯ঃ২৫ পর্যন্ত। মকর রাশি পূরণ ০৮ঃ৫২ঃ৩১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি পূরণ ১২ঃ২২ঃ ৪৮ পর্যন্ত। মীন রাশি পূরণ ০১ঃ৪৩ঃ ৫২ পর্যন্ত। মেঘ রাশি পূরণ ০৩ঃ২৪ঃ ২৭ পর্যন্ত। বুধ রাশি বিকাল ০৫ঃ ০৯ঃ৩৬ঃ০৯ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্রি ০৯ঃ৫১ঃ২২ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্রি ১২ঃ০৩ঃ২১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্রি ০২ঃ১৩ঃ২৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৭ঃ৩২ পর্যন্ত।

মন্ত্রী মশাইয়ের খাস তালুকে গোয়াল ঘরে গরুর সরিয়ে আইসিডিএস সেন্টার, ফ্লোভ অভিভাবকদের

দুঃখীরা খাওয়া পানীয় পান করছেন।

দুঃখীরা খাওয়া পানীয় পান করছেন।

দুঃখীরা খাওয়া পানীয় পান করছেন।



আইসিডিএস সেন্টারটি চালানোর জন্য তাদের বাড়ির পাশে গোয়ালঘর দেন। রাতে ওই ঘরে গরু থাকে আর সকাল হোল গরু বাইরে বার করে দেওয়া হয়। আর তখন ওই ঘরে চলে সেন্টার। এইভাবেই চলে আসছে কয়েক বছর ধরে। স্থানীয় গ্রামবাসী তথা

অভিভাবকদের অভিযোগ বিগত কুড়ি বছর ধরে এইরকম গোয়ালঘরে চলছে আইসিডিএস সেন্টার। বহুবার ওই আইসিডিএস সেন্টার এর সহায়িকা ও শিক্ষিকাকে নিয়ে পঞ্চায়েত, বিডিও অফিসে জানিয়েছেন তারা। তবে এখনো পর্যন্ত সেখানে কোন আইসিডিএস

সেন্টারের বাড়ি গড়ে ওঠেনি। যার ফলে বর্ষা, শীত কিংবা গরমের সময় যেখানে রান্না হয় সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকার কারণে ওই সেন্টারে তৈরি খাবারে কখনো ওই সেন্টারে টিকটিকি পড়তেই থাকে। স্থায়ী ঘর না থাকার কারণে কেবলমাত্র সেন্টারে সহায়িকা কিংবা শিক্ষিকা আসে। সেন্টার থেকে শুধু খাবার দেওয়া হয় কোন প্রকারে। পড়াশোনা করানোর হয় না। এলাকাবাসীদের দাবি অবিলম্বে এই জায়গায় একটি আইসিডিএস সেন্টার তৈরি করা হোক। তবে এই বিষয়ে নামখানার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস জানান, এই বিষয়টি নজরে এসেছে। খুব শীঘ্রই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। এর পাশাপাশি খুব শীঘ্রই যেভাবে হোক আইসিডিএস সেন্টারটি নির্মাণ করা যায় সেদিকেও নজর দেওয়া হবে।

দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের কারনে খুড়তুতো ভাইয়ের হাতে দাদা খুন হলো

উলুবেড়িয়া, ৭ ডিসেম্বরঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের তপনা পঞ্চায়েতের বিশ্বেশ্বরপুর গ্রামে। রবিবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ বিশ্বেশ্বরপুরের বাসিন্দা সমীরন পন্ডিত (৫২ বৎসর) বাড়িতে ঢোকার সময় সমীরন পন্ডিতের ছোটো কাকার ছেলে বিকাশ পন্ডিত তার দলবল নিয়ে ধারালো অস্ত্র নিয়ে সমীরন পন্ডিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং

এলাপাতাডি কোপাতে থাকে, এলাকায় রক্তারক্তি হয়ে যায়। পরে লোকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় সমীরন পন্ডিতকে নিয়ে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখানে সমীরন পন্ডিতের মৃত্যু ঘটে।

উল্লেখ্য সমীরন পন্ডিতের বাবা দেবেন্দ্রনাথ পন্ডিতের সঙ্গে তার ছোট ভাই গজেন্দ্রনাথ পন্ডিতের

সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। উল্লেখ্য নিহত সমীরন পন্ডিতের স্ত্রী প্রাক্তন তপনা পঞ্চায়েতের সদস্যা রানু পন্ডিত আরো অভিযোগ করেন আবাস যোজনার নাম বাদ পড়ার কারন ও থাকতে পারে। সকাল থেকেই এলাকায় বহু মানুষ আসে, এলাকায় রয়েছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ,এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত তিনজনকে আটক করেছে ।

অপরাধমূলক কাজ কমাতে নাকা চেকিং এর উপর জোর দিল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ধনিয়াখালি, হুগলি, ৭ ডিসেম্বরঃ হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় বাড়ছে চুরি বাড়িতে অপরাধ মূলক কাজ কর্ম, সেই কারণেই আজ ধনিয়াখালী থানার ওসি কৌশিক দত্তের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ধনিয়াখালী চাঁচুড়া বাস রাস্তার ধারে কলেজ মোড় এলাকায়

নাকা চেকিং শুরু করে। এছাড়াও বিনা হেলমেটে বাইক চালকদের এই দিন পুলিশকে সতর্ক করতে দেখা যায়। চার ঢাকা গাড়িতে কোন নিষিদ্ধ জিনিস বহন হচ্ছে কিনা তাও আজ ধনিয়াখালি থানার পুলিশ গাড়ি আটকে তল্লাশি করে। উল্লেখ্য বিগত কয়েকদিন ধরেই হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকা

থেকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দুষ্কৃতীদের স্রোতরত রয়েছে। এমনকি ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতীরা এখানে এসে অপরাধ ঘটানোর চেষ্টা করছে।

তাই হুগলির গ্রামীণ পুলিশ অপরাধ রুখতে নাকা চেকিং সহ বিভিন্ন উন্নত পন্থা অবলম্বনের উপর জোর দিয়েছেন।

একশ দিনের টিবি নির্মূল অভিযান শুরু

কৈলাসহর, ৭ ডিসেম্বরঃ টিবি মুক্ত ভোর গড়ার অঙ্গ হিসেবে ঊনেকাটি জেলার কলাক্ষেত্রে শনিবার ১০০ দিনের টিবি নির্মূল অভিযানের শুভ সূচনা হয়। পূর পরিষদের চেয়ারপার্সন চণপা দেবরায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অভিযানের অংশ হিসেবে একটি শিক্ষ্য বাহনের উদ্বোধন করা হয় যা আগামী ১০০ দিনের মধ্যে জেলার সব সাব সেন্টার পরিক্রমা করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অধ্য সাহা, জেলা পরিষদ সদস্য শ্যামলা দাস, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শীর্ষেন্দু চাকমা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ডাঃ সুভাষ বড়ুয়া, জেলা টিবি রোগীকারিক, তার বক্তব্যে টিবি রোগীদের শনাক্তকরণ ও তাদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। রিসোর্স পার্সন ধরে রঞ্জন কুমার চৌধুরী একশ দিনের এই প্রচারণাকে কার্যকর করার আহ্বান জানান।

ত্নমূল কংগ্রেসের সংখ্যা লঘু সেলের আলোচনা সভা হয়ে গেল ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে



দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৭ ডিসেম্বরঃ শনিবার জয়নগর ২ নং ব্লকের সাহাজাদাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে, সমস্ত বুথের নেতৃবৃন্দের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কেন্দ্রের হিটলার বিরোধে সরকারের যে ওয়াকফ আইনের আনতে চাইচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের প্রস্তুতি সভা। এই

অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত শাখা সংগঠনের দের নিয়ে একটি অঞ্চল সম্মেলন হবে। তাহার প্রস্তুতি সভা হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির খাদে কর্মাধ্যক্ষ ও তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াহিদ মোল্লা, বাকার খান, জিয়াবুল্লা খান, মনোরুদ্দিন নাইয়া, সারাক্ষত সরদার, সালাউদ্দিন মোল্লা, ইয়ালেম মোল্লা, আজিত গায়েন সহ আরো অনেকে।

অবশেষে চালু কাজ, নতুন বছরের

হাওড়া, ৭ ডিসেম্বরঃ রাস্তার দাবি দীর্ঘদিনের, সমস্যায় জেরবার বাসিন্দারা। অবশেষে চালু কাজ, নতুন বছরের আগেই রাস্তা হাওড়ার উন্সানিতে। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে অবশেষে রাজ্য সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক

সহায়তায় প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হল হাওড়ার জগাছার উনসানিতে। নতুন বছরের আগেই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। হাওড়া পুরসভা এলাকার ৪৬নং ওয়ার্ডে উনসানি পঞ্চাননতলা থেকে শীতলের চায়ের দোকান

পর্যন্ত ওই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাস্তা নির্মানের কাজ চলছে যা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১.৯৪ কিলোমিটার এবং প্রস্থে প্রায় ১৬ ফুট। এবিষয়ে পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সেকত চৌধুরী বলেন, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের উনসানির মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যেন এই রাস্তাটি নির্মাণ করা

হয়। প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে বর্তমানে এই রাস্তাটি নির্মাণ করা হচ্ছে।

দীর্ঘ এই রাস্তা নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে ওই এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ এতে উপকৃত হবেন।

সুন্দরবনের মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হলো কম ধোঁয়ার উনুন

দূরন্ত বার্তা,সুন্দরবন, ৭ ডিসেম্বরঃ সুন্দরবনের মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল কম ধোঁয়ার উনুন। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব পড়ছে গোটা পৃথিবী জুড়েই। এর প্রধান কারণ হিসাবে উঠে এসেছে গ্রীন হাউস গ্যাসের কথা। সেই গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ পরিবেশে কমাতে সুন্দরবন লাগোয়া এলাকায় তুলে দেওয়া হল কম ধোঁয়ার উনুন। মূলত সুন্দরবন লাগোয়া এলাকার মানুষজন কাঠকেই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেন। যাতে ধোঁয়া হয় প্রচণ্ড পরিমাণে। সেই ধোঁয়াতে থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড। এতে যে ব্যক্তি রান্না করছেন তিনিও



ক্ষতিগ্রস্ত হন।ফলে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এই কম ধোঁয়ার উনুন ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। এই

উনুনে কাঠ ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তা কম পরিমাণে। সমস্ত কাঠ এই উনুনে পুড়বে। ফলে ধোঁয়া কম

জয়নগরে নাবালিকা ছাত্রীর খুন

ঘটনায় অভিযুক্তের ফাঁসির সাজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন এপিডিআর

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ জয়নগরে নাবালিকা ছাত্রীর খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের ফাঁসির রায়ের বিরোধিতা করলেন মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে সাজা ঘোষণার পরে এপিডিআরের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শুর বলেন, জয়নগরে নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে ৬১ দিনের মধ্যে বিচার সেরে ফাঁসির রায় দিয়ে দেওয়া হলো। এটা রাজনৈতিক রায়।

রাজনৈতিক তাড়না থেকে তাড়াহুড়ো করে আদায় করা রায়। শাসক দলকে খুশি করার অপচেষ্টা। ঘটনার ২৫ দিনের মধ্যে চার্জশিট দিয়ে দেওয়া হলো। কী তদন্ত হলো? নাবালিকার পরিবার এপিডিআর কে বারবার বলেছে, মুস্তাকিন সর্দার একা নয় চক্রান্তে আরও লোক যুক্ত ছিল। কতটা খোঁজ হয়েছে তাদের? নাকি সে সব ধামাচাপা দিতে তাড়াহুড়ো করে মামলা শেষ করে দেওয়া হলো! এপিডিআর নীতিগতভাবে মৃত্যুদন্ডের বিরোধী। ধর্ষককে

মৃত্যুদন্ড দিলেই ধর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে এই ধারণা উন্নত পৃথিবী আজ বর্জন করেছে। আমাদের দেশেও নির্ভর্যা কেস, শক্তি মিল কেসে ধর্ষকদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে। কার্যকরীও করা হয়েছে।এরাজ্যেও ধর্ষণের অভিযোগে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসি হয়েছে। কিন্তু সারা দেশের কোথাও বন্ধ হয়নি ধর্ষণ। ভারতের আইন কমিশনও বলেছে, মৃত্যু দন্ড দিয়ে ধর্ষণ বন্ধ করার ধারণা ঠিক নয়। নির্ভর্যা কান্ডের পর ভারমা কমিশনও বলেছে, মৃত্যুদন্ড বরঞ্চ ধর্ষককে ধর্ষণের পরে খুনে প্ররোচিত করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদন্ড বাতিল করে দিয়েছে। এই ধর্ষণ – খুন মামলায় মুস্তাকিন সর্দারের ফাঁসি হওয়া অনিবার্য ছিল। হতদরিদ্র এই যুবক মানসিক ভাবে পুরো সুস্থ ছিল না বলেই এলাকার লোক জানিয়েছিল। সেটা কি খতিয়ে দেখা হয়েছিল? পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছিল? সন্দেহ আছে। দারিদ্রের কারণে মুস্তাকিনের জন্য উকিলও দিতে



পারেনি ওর পরিবার। সরকারি উকিল দাঁড়িয়েছিল তার জন্য। অন্যদিকে সরকারের রাঘব বোয়ালরা ক্রমাগত চাপ তৈরি করে গেছে ফাঁসি দিতেই হবে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন, আমরা ফাঁসি দিয়ে দেবো। জন মানসকে খুশি করার জন্য সরকারের এই ফাঁসির আদেশটা দরকার ছিল। ভারতের আইন কমিশন বারবার বলেছে জনমানসকে খুশি করার জন্য ফাঁসির রায় দেওয়া অন্যা্য। সুপ্রীমকোর্ট বহু মামলায় বলছে,

এত অল্প বয়সী কাউকে ফাঁসি দেওয়া উচিত নয়। জেল এখন সংশোধনাগার। তার দীর্ঘ জীবন বাকি।

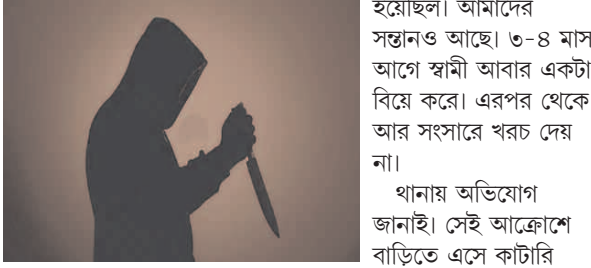
তাকে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। ভুল আদেশে ভুল তদন্তে একবার যদি কারও ফাঁসি হয়ে যায় তবে সে ভুল শোধরানোর কোন উপায় থাকে না। তাই উচ্চ আদালত নিশ্চয়ই সব দিক বিবেচনা করে ফাঁসির আদেশ বাতিল করে মুস্তাকিন সর্দারকে সংশোধনের সুযোগ দিক।

কাটারি দিয়ে নিজের প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে কোপাল স্বামী, উত্তেজনা দাসনগরে

হাওড়া, ৭ ডিসেম্বরঃ কাটারি দিয়ে নিজের প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে কোপাল স্বামী। হাওড়ার দাসনগরের কোনো মন্ডলপাডায় শুক্রবার ওই ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, স্বামী পঞ্চা রায়ের দ্বিতীয় বিয়ের প্রতিবাদ করাতেই এই ঘটনা।

আরও অভিযোগ, ওই কারণে দীর্ঘদিন ধরেই স্ত্রীর উপর অত্যাচার চলত। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দাসনগর থানার পুলিশ। প্রথমে জগদীশপুর গ্রামীণ

হাসপাতালে আক্রান্ত মহিলার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। পরে তাকে হাওড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় স্বামীকে আটক করেছে দাসনগর থানার পুলিশ। আক্রান্ত গৃহবধুর মা বলেন, বড় মেয়ের স্বামী আবার বিয়ে করে। এই কারণে মেয়ে থানায় অভিযোগ করে। সেই আক্রোশে মেয়েকে জামাই কাটারি দিয়ে কোপায়। পরে সে পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় মেয়েকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জামাই রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ের



কাজ করে। শলপ ফুলবাগান এলাকার বাড়ি তার। ১৫ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল। হঠাৎই এমন কাজ করেছে। আক্রান্ত গৃহবধু বলেন, ১৫ বছর আগে আমাদের বিয়ে

হয়েছিল। আমাদের সন্তানও আছে। ৩-৪ মাস আগে স্বামী আবার একটা বিয়ে করে। এরপর থেকে আর সংসারে খরচ দেয় না। থানায় অভিযোগ জানাই। সেই আক্রোশে বাড়িতে এসে কাটারি দিয়ে আমাকে কোপায়। আমার হাতে, পিঠে, কাঁধে আঘাত করে। আমার চিৎকারে এগোজ শুনে পাশের ক্লাবের ছেলেরা ছুটে এসে আমাকে বাঁচায়।

মধ্যমগ্রামে শুরু হল একুশ তম বর্ষের বাউল ও লোক উৎসব



মধ্যমগ্রাম, ৭ ডিসেম্বরঃ বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে বাঁচিয়ে রাখতে লোকসংস্কৃতির ধারা বজায় রাখতে মধ্যমগ্রামে একুশ বছর ধরে বাউল ও লোক উৎসব। শনিবার সকালে মধ্যমগ্রাম রবীন্দ্রপল্লী কবিগুরু প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন নজরুল স্মারক মঞ্চে উদ্বোধন হল একুশ তম বর্ষের বাউল ও লোক উৎসব। মধ্যমগ্রাম শিক্ষা সংস্কৃতি পরিষদ ও সমিতিতে সাংস্কৃতিক মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে এদিন সকালে বাউল ও লোক উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠ মহারাজ স্বামী প্রনবেশনন্দ মহারাজ। কাজী নজরুল ইসলামের

মূর্তিতে মালা পরিয়ে মঙ্গলদ্বীপ প্রঞ্চলন করেন মহারাজ।প্রকাশিত হয় বাউল ও লোক উৎসবের নিজস্ব স্মরণিকা পুস্তিকা। এদিন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল বসে আঁকো, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। এছাড়াও ছিল বিনা ব্যয়ে আইনি সচেতনতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও। ছিল চিত্রকলা প্রদর্শনী। সন্ধ্যায় জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বাউল শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠান। স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পী দের নৃত্যানুষ্ঠান ও ছিল যথেষ্ট সাবলিলা। উৎসব কমিটির সভাপতি আইনজীবী কমলেশ চন্দ্র সাহা জানান তিন

দিন ধরে চলবে এই বাউল ও লোক উৎসব। শনিবার সকালে এক বর্ণময় বর্ণাঢ্য সুসজ্জিত পদযাত্রা বের হয় স্থানীয় মধ্যমগ্রাম উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে।

শেষ হয় উৎসব প্রাঙ্গণে। অন্য দুদিনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে রয়েছে মেধা অন্বেষণ, সংগীত ও নৃত্য। শেষদিন সন্ধ্যায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। বাংলার সংস্কৃতিকে বজায় রাখতে আগ্রাণ চেষ্টা করে চলছি। বাঙালির অলোক সাহা, বৈশাখী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন জাতীয় শিক্ষক নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড.বিলল মন্ডল, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি অলোক সাহা, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাউল শিল্পী গনেশ চন্দ্র রায়, নিমাই চন্দ্র বিশ্বাস, লোকসংগীত শিল্পী নয়ন সরকার, তানিয়া দাম, লেখক গৌরভ ভদ্র, মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান নিমাই ঘোষ, নিউ বারাকপুর থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য সহ বিশিষ্ট জনের।

জয়নগরের মোয়া এবার পাড়ি দিলো আমেরিকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৭ ডিসেম্বরঃ শীত আর মোয়া একে আরেকের পরিপূরক। আর শীত পড়তেই শুরু হয় গেছে জয়নগরের মোয়ার চাহিদা। এমনিতেই জয়নগরের মোয়ার জগৎজোড়া নাম। তারপর জিআই ট্যাগ প্রাপ্তির পর এই মিষ্টি আর ও নামজাদা হয়ে উঠেছে। গত বছর জয়নগর থেকে সমুদ্র পেরিয়ে মোয়া পাড়ি দিয়ে ছিল সুইডেন, মালয়েশিয়া। আর এবার গেল আমেরিকাতে শীত জমটি বাঁধতেই কনকচূড় শীতের মিষ্টি গন্ধ ধরছে। নলেন গুড়ের স্বাদ বেড়ে প্রায় দেবভোগ্য। সে সব সহযোগে তৈরি হচ্ছে উৎকৃষ্ট জাতের মোয়া। কনকচূড় থানের খই আর নলেন গুড়ের মিশ্রণ ও তাতে পড়ত খোয়া ক্ষীর, ঘি তবেই জয়নগরের মোয়া হয় অতুলনীয়। এখন বিদেশ থেকে অর্ডার আসা শুরু হয়ে গিয়েছে। বড়দিনেরআগে আর ও বরাত দেবে রফতানি সংস্থা গুলি বলে জানানেন



জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীরা। বহুদূর মোয়া ব্যবসায়ী গনেশ দাস বলেন, খেজুর গাছ থেকে ভাল পরিমাণ রস সংগ্রহ হচ্ছে। গুড়ের বিক্রি আরও বাড়বে।‘মোয়া ব্যবসায়ী রাজেশ দাস জানান, এক রফতানি সংস্থার মাধ্যমে আমেরিকাতে মোয়া পাঠানো হয়েছে প্রায় ৫০ কেজি। যা সময় নিয়ে যেতে লাগবে পাঁচ দিন। পাঁচ দিনের মধ্যে তা পৌঁছে যাবে

‘গতবছর ১৫ হাজার পিস মোয়া বিদেশে রফতানি হয়েছে। এবছর এই সময়ের মধ্যে তার থেকে বেশি রফতানি হবে। বড়দিনের আগে বিক্রি আরও বাড়বে।‘মোয়া ব্যবসায়ী রাজেশ দাস জানান, এক রফতানি সংস্থার মাধ্যমে আমেরিকাতে মোয়া পাঠানো হয়েছে প্রায় ৫০ কেজি। যা সময় নিয়ে যেতে লাগবে পাঁচ দিন। পাঁচ দিনের মধ্যে তা পৌঁছে যাবে

আমেরিকার মাটিতে জয়নগরের মোয়া। যি, ক্ষীর কিসমিস, এলাচ, জজিত্রি, নলেণ গুড়, কনকচূড় থান দিয়ে সে মোয়া তৈরি হয়েছে। গত বছর চেমাই বেঙ্গালুরুর এমন কি মালয়েশিয়াতে ও পাঠানো হয়ে ছিল। তবে জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী বলেন কসাল বলেন, মোয়া হাব যত তাড়াতাড়ি চালু হবে তাতে প্যাকেজিং বেশির থাকলে রফতানির পরিমাণ আর ও বাড়বে। জয়নগরের এলাকা জুড়ে একের পর এক এলাকা দিনভর মোয়ার গন্ধে মম করছে।

অথচ কিছুদিন আগেও বাজার কেমন যাবে তা নিয়ে প্রবল খুদে ছিলেন প্রস্তুত কারকরা। সপ্তাহ খানেক আগে কনকনিয়ে শীত পড়তেই খেজুর রসের জোগান বেড়েছে। কনকচূড় থান সুগন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। ফলে মুখে হাসি ফুটেছে বহুদূ জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীদের।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ০৮ সংখ্যা, রবিবার ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল

ময়দানের এ ছায়াঘেরা অঞ্চলটা তখন যেন হাত-পা বিছিয়ে রেখেছে আরও অনেকটা জয়গা জুড়ে। ধর্মতলা চত্বরে তখনো ট্রামডিপার চারপাশে সবুজ ছেঁটে বাসের আস্তানা বানানো হয়েনি। এসপ্ল্যাণ্ডেড ম্যানশনের উন্টোদিক থেকে জলা জমিগুলো গিয়ে মিশে গেছে সবুজে, সেই খুঁটিপোতা ময়দানের স্যাঁতস্যাঁতে রোমান্টিসিজমের ভেতর ঝিঝি পোকার শব্দ। ধূসর কলকাতার অফিসপাড়াকে কেমন আগলে রাখা মায়ের মতো কলকাতা ময়দান। একটি শীতের চাদর মুড়লেই জালের ভেতর পিচে রোলার টানছে মালি, জল ছড়াচ্ছে কেউ, নিশ্চুদ্বতার ভেতর চলছে শহর কলকাতার ফুসফুসে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজ। পোর্ট ট্রাস্ট, আরিয়ান, উয়ারি থেকে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান। সার বাঁধা পরপর ক্লাব, ইডেনের আলোর তলায় তখন বাঙালির একমাত্র আবেগ ফুটবল। কলকাতার দুবাগ হয়ে যাওয়া বড়ো ম্যাচের দিন। মোহনবাগান অবুঁতে ম্যাচের আগে ভিড় জমত বাঁশ বাঁধা কাজুর ক্যান্টিনে। তখন বড়ো ম্যাচের আগে শেষ প্র্যাগস্কিসে এসে মেহাটির নিতাই মণ্ডল তাঁরু বাইরে একটি পাথরে লাল ভাঙের টুকরো দিয়ে লিখে যেতেন কিছু, একটা, অনেকই পড়তে পারতেন না তাঁর হাতের লেখাও। সেই লেখার এমন ত্বকতাক জম্মাল ময়দানে যে, মোহনবাগান অন্তপ্রাণ নিতাই বড়ো ম্যাচের আগের দিন সকালে প্রত্যেকবার ক্লাবে আসতেন। ময়দানে তাঁর নাম হয়েছিল ‘ভাড়ু নিতাই’। ইংরেজ আমলে তৈরি ময়দানের মালিক এখন ভারতীয় সেনা। তিন প্রধানের তখন মাঠ ঘেরার কাজ শেষ হয়েছে। কাঠের গ্যালারি। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল তাঁরু একটা দিক খোলা, এ দিকে কাঁটাতারের বেড়া আর জংলা অঞ্চল গিয়ে মিশেছে পাশের মাঠের সঙ্গে। একে বলে র‍্যাস্পোর্ট। পঞ্চাশের দশকে ইস্টবেঙ্গলে খেলছেন আগ্রাও-আহমেদের পঞ্চপাণ্ডব। এদিকে মোহনবাগানেও আস্তে আস্তে আসছেন চুণী-শৈলেন মল্লা খেলছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ। বড়ো ম্যাচের দিন সমর্থক-আগেগের নমুনার গল্প মিশে আছে ময়দানের মাটির তলায় তলায়। ম্যাচের দিন সকাল পল্টোপাল আর লেসলির মুখ থেকে বিক্ৰি হত বড় বড় ব্যাটারির খোল আর কার্ডবোর্ডের তৈরি টেলিস্কোপ। তখন রেডিও যুগ আসছে। ট্রানজিস্টারের ভাঙা কর্মেস্ত্রিতেই দুলে উঠছে একটা জাতি। আড়াআড়ি দু’শা গোটা বাংলা। যারা টিকিট পেতেন না তাদের সম্বল হত ওই টেলিস্কোপ আর ব্যাটারির খোল। এ-জিনিস পাওয়া যেত ভাড়াতেও, দুটি মিলে দু’ঘণ্টার ভাড়া আট আনা। খোলের ওপর ডানহাত চেপে টেলিস্কোপে চোখ রেখেই চলত বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। একদিক খোলা অঞ্চলের দখলের জন্য রীতিমতো মারামারি দেখা দিত বড় ম্যাচের দুপুর থেকে। দুই প্রধানের মাঠে খোলা থাকলে একটা বড়ো অঞ্চলজুড়ে থাকত সারে সারে সাইকেল, তার ওপর উঠে লোক দাঁড়িয়ে যেত গোলের চিৎকার শুনে।

বিভূতি ভূষণ ও চলচ্চিত্র

একটি শিশু হঠাৎ বিভূতিভূষণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল ‘ দাদু একটা বেলুন দাও । উঠতে উঠতে বিভূতিভূষণ বললেন - আর পারি না। সকাল থেকে এই নিয়ে চারটে বেলুন ফাটানো। লেখক থাকতেন দ্বারভাঙায়। তাঁর লেখা একটি নাটক পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন একজন উদীয়মান, তরুণ সত্তাবনাময় চিত্র পরিচালক। কারার তখনও যে তিনি খুব বিখ্যাত হয়েছেন এমনটি বোধহয় বলা যাবে না! ১৯৪৬ এর এক শ্রাবণের বৃষ্টিররা বিকেল বেলা নিউ থিয়েটারের দরজায় ঢোকা মেরেছিলেন,কাজ সহকারী শব্দযন্ত্রীর, শিক্ষানবিশ। কিস্তি মাথায় ঘুরপাক খায় ছবি করতে হবে। সেইভাবে করলেন ‘ অন্ধুশ’। তবে ছবিটি মোটেও ভাল চলল না। অস্বা মোটামুটি চলার দলে পড়ে উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়,মঞ্জু দে অভিনীত ‘ উপহার ’ । সেইসময় একদিন পড়েছিলেন ‘ টর্নসিল’ লিখেছেন বিভূতিভূষণ। ‘বরযাত্রীর’ সেই বিখ্যাত গংশা,ত্রিলোচন,যোতানাদের নিয়ে নির্ভেজাল আদর্শের নাটক। তখন লক্ষ যোভাতো হোক নিজের একটা ছবি হিট করাতেই হবে। স্থির করলেন ‘ টর্নসিল’ করি। দ্বারভাঙায় থাকেন বিভূতিভূষণ,রাইট কিনতে হবে, চিত্রনাট্য পড়তে হবে লেখককে। তিনি সম্মতি দিলে তবেই শেষ পর্যন্ত সেবুলুরেদের পর্দায় দর্শকরা দেখবেন। অবশ্য সুখবর এল,দ্বারভাঙায় যেতে পারতেন। বিভূতিভূষণের ‘ রানুর প্রথম ভাগ’ আর নীলান্দুরী’য় ততদিনে মনে পোঁখে গিয়েছিল। লেখকের সব লেখা প্রায় পড়ে ফেলেছেন। তরুণ চিত্রপরিচালক একদিন ভারত বিখ্যাত হয়েছিলেন শুধু নয় সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের সাথে তপন সিংহের নাম একসাথে উচ্চারিত হয়। কিন্তু তখন উদীয়মান মনে মনে ভয় যদি পত্রপাঠ বিদায় করেন বিভূতিভূষণ। দ্বারভাঙা স্টেশনে লেখক স্বয়ং এসেছেন তাঁকে নিয়ে যেতে। বললেন ট্রেনে দ্বারভাঙা আসা বড় ক্লান্তিকর, কোনও অসুবিধা হয় নি তো। মুখে বললেন না না কোনও সমস্যা হয় নি,বাস্তবে বেজায় সমস্যা হয়েছে। ‘ অন্ধুশ’ এর যা তখনও শুকোয় নি, অথের টানটানি,সূতরাং ভিড়ে ঠাসা খার্ড ক্লাসের কামরায় আসা ছাড়া উপায় ছিল না। যাই হোক পৌঁছতে পারা গিয়েছে। ওদিকে বিভূতিভূষণের আধিভেয়াতায় খাওয়াবোর ধুম। জগদীশ্বরের আয়োজন দেখে তপন সিংহের মাথা ঘুরে গেল। অসহায় ভাবে তাঁর দিকে তাকাতে খান খান। সব বাড়ির তৈরি। আপনার চেহারা দেখে তো পেট রোগা বলে মনে হত না। দুপুরেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি,এলাই খাবারের আয়োজন। তপন সিংহ ঘাড় নেড়ে বললেন অসম্ভব। অর্ধেক খাবার তুলে নিতে অনুরোধ করলেন। বিভূতিভূষণও আসন পেতে তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছেন। যাই হোক আসল কাজ শুরু হল বেলা দুটোয়। তপন সিংহ স্লিপ্ট পড়ছেন শুনছেন বিভূতিভূষণ। ছবির সম্মতি দিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শিক্ষার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া উচিত। তুমি যদি শিক্ষিত না হতে পার তাহলে তোমার কোনও মূল্য থাকবে না। সব

রামকৃষ্ণ-কথামৃত



আজকে রামকৃষ্ণ মঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল নরেনের মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে বেলেড় মঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন।

“আলো আমার আলো ওগো আলোর ভুবন ভরা”- কান পালতে এখনও শুনতে পাওয়া যায় সেই হারিয়ে যাওয়া ভি বালসারা’র মুগ্ধসঙ্গীত

কক্কন ভট্টাচার্য (পূর্ব প্রকাশের পর)
দাদাও সেটা শুনছেন। কিন্তু যেহেতু দাদা বারগ করেন নি, তাই মিউজিশিয়ানরাও না তেমন পুরো গানটি বাজিয়ে চলেছেন। এইভাবে গানটি শেষ হল। শিল্পীও খুব বিরত। এইবার দাদা শিল্পীর কাছে এসে খুব শান্তভাবে বললেন, ‘শোন মা, চিন্তা কোর না, তোমার কোন দোষ নেই মা। সব দোষ ওই মিউজিশিয়ানদের। শোন বেবী (প্রতাপ রায়ের ডাকনাম), তোমরা সবাই স্কেল এক পর্দা নামিয়ে ‘এ’ করে দাও। বেবীদা একবার চশমার ফাঁক দিয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। এবার সবার স্কেল নামলো, মিউজিক বাজলো, এবং যথাসময়ে শিল্পী গান ধরলেন। দেখা গেল, শিল্পী পুরো গানটি সুরে গাইছেন। এ যেন এক ম্যাজিক। এই হলেন দাদা। গানে কি বাজনায় কোথায় সমস্যা উনি এক বালক শুনেই বুঝে নিতেন। উনি বুঝেছিলেন শিল্পীর নিজের স্কেল ‘এ’, তার বাইরে উনি গাইতে পারেন না। আর তাই ঠিক ব্যবস্থাটাই নিয়েছিলেন। কত বড় সমবাদার মানুষ এবং সঙ্গীতজ্ঞ হলে এটা সম্ভব!

দাদা রেকর্ডিংয়ে কতকগুলি একান্ত নিজস্ব অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করতেন। সেগুলি কেবলমাত্র ওনার সঙ্গে কাজ করতে অভ্যস্ত মিউজিশিয়ানরাই বুঝতে পারতেন। তার সমাধ্যমে তিনি অনায়াসে অনেক কথা বলতেন। নতুন কেউ সেগুলি শুনলে অশ্রয় ফালড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। যেমন কামেল সা, কোমল পা, কোমল মা, তীর কোমল গান্ধার ইত্যাদি। কি রকম? একটি বুঝিয়ে বলি। একবার একজন শিল্পী পঞ্চম থেকে তারার ‘স’া’তে উঠে লম্বা একটা টান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শিল্পী সরেই গাইছেন, কিন্তু শুনতে খুব বেসুরো আর অস্বস্তিকর লাগছে। দাদা মিউজিশিয়ানদের বললেন, কোমল সা। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি দূর হয়ে গেল। আসলে দাদা বলতে চাইছেন, মাইনর কর্ড নিয়ে ‘সা’ বাজাও। এর আগে মেজর কর্ডের সঙ্গে ‘সা’ বাজছিল তাই বেসুরো লাগছিল।একই ভাবে ‘তীর কোমল গান্ধার’ মানেই উনি মেজর কর্ডের সঙ্গে ‘কোমল গান্ধার’ বোঝানো। এই ধরনের নানা শব্দ ব্যবহার করে উনি খুব সহজে রেকর্ডিংয়ে বাজানদারদের সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগ রাখতে পারতেন। এটা একান্তই ‘দাদা’ স্টাইল।

যাইহোক, এবার আগের কথায় ফিরে আসি। আমাদের ষ্টুডিওতে দাদার আরকাইভাল রেকর্ডিং শুরু

হল। ঠিক সকাল দশটায় দাদা বললেন, আমি তৈরি আছি। আমি ‘রানিং’ বলতেই দাদা একেবারে ঘরোয়া আটপৌরে ভাষায় শৈশবে ছয় বছর বয়সে ওনার গান গাওয়ার কথা দিয়ে শুরু করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা, সঙ্গীত জগতে আসার গল্প। এর ফাঁকে ফাঁকে চক্কিশের দশকে কলকাতার টেকনিশিয়ানস ষ্টুডিওর নির্মিত দিকদিসারী নানা ফিল্মের গান, পঞ্চজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, কমল দাশগুপ্ত’র কথা। বোম্বে টকিজ’এর নানা গান, কথা। হারমনিয়ামে একোড়িয়ান বাজানোর কাহিনী এবং আরও অনেক কিছু। বোম্বেতে রাজকাপুর এবং আই পি টি এর সঙ্গে যোগাযোগ, নানা অনুষ্ঠানের গল্প। বোম্বে এইচ এম ভি ’তে



কাজের অভিজ্ঞতা, খান সাহেব মুস্তাক হোসেন’এর কথা, বাজনা। জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ’এর সান্মিধ্য, কলকাতায় স্থায়ী ভাবে চলে আসার কাহিনী। তারপর কলকাতার প্রায় সব শিল্পীর সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ করার কাহিনী। গল্প এবং গান মিলিয়ে তিন দিন ধরে চললো এক দরলু রেকর্ডিং। আর একটি কথা না বললেই নয়। ওনার অসংখ্য বাজনা আর কথার সব রেকর্ডিং প্রথম টেক’এই ‘ওম্কে’ হয়েছিল। কোনটিই দ্বিতীয়বার করতে হয়নি। মনে রাখতে হবে তখন কলিক ওনার বয়স আশি পেরিয়েছে। (পোস্টের সঙ্গে এই রেকর্ডিংয়ে ওনার বলা কিছু কথো ও বাজনা দেওয়া হল)
ভূতীয় দিন বিকাল পাঁচটার দাদা আমাকে বললেন, -আমার কাজ শেষ। এবার তাহলে আমি আসি। বাকি কাজ তুমি করে দিও।
-সেকি দাদা, আপনি মিক্সিংয়ে থাকবেন না।এত বড় কাজ।
-আমাকে যদি থাকতেই হয়, তা হলে আমি তোমার কাছে আসলাম কেন!

-না দাদা, আমার একটু ভয় করছে। যদি সব ঠিককান না করতে পারি।

-আরে পারবে পারবে। আমি বুঝে শুনেই তো বলছি। অনেক জল দেখে সাতাঁর ভয় পেলে নদী পার হবে কি করে! জলে নামো হাত পা ছোঁজে, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।
-আচ্ছা দাদা, আশীর্বাদ করবেন।
-হ্যাঁ, তুমি কাজ শেষ করে অফিসে জমা করে দিও। আমাকে শোনাতে হবেনা।
একটা ট্যাক্সিতে দাদা বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমি সেই দিনই মিক্সিং করতে বসলাম। কিন্তু এবারে ঘটলো এক মারাত্মক দুর্ঘটনা। একেবারে শেষ সেশনে দাদা বাজিয়েছিলেন সাতটি পিস।একটি ফাইলে সেগুলি ছিল। হঠাৎ ব্যাক আপ নেওয়ার আগেই সেই ফাইলটি ‘কোরাপ্ট’ হয়ে গেল। আমি অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু

-না দাদা, সে সব ঠিক আছে। শু-দু………….মানে………….
-হ্যাঁ, বলো বলো, থামলে কেন?
-দাদা, শুধু আপনার বাজানো শেষ আসতে গিয়েছিল।
-শোন কক্ষণ, পৃথিবীতে সব জিনিস চিরকাল থাকে না। যেটা না থাকার, সেটা কোন্ভাবেই রাখা যায় না। চেষ্টা করলেও থাকে না। এটা বাওয়ার ছিল, তাই গেছে। ও নিয়ে তুমি ভেবনা।
-দাদা, আপনি কি বলছেন। এটা তো আমার জট।
-আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি। ও নিয়ে একদম চিন্তা কোর না। আমিতো তিন দিন বাবেই অন্য একটা রেকর্ডিংয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি। বিশ্বকে বোলাে মিউজি শিয়ানদের নিয়ে এক ঘন্টা আগে আসতে। আমি ওই দিন সকালে এক ঘন্টায় মুছে যাওয়া পিসগুলি সব বাজিয়ে দেব। দাদার কথা শুনে মনে হল মাথার উপর থেকে বিরাট এক পাহাড় নেমে গেল।একদিন সকাল সকাল এসে উনি পিসগুলি বাজিয়ে দিলেন। কি শান্তি। সে অনুভূতি আপনার ইচ্ছনা করেননি। আমি আজও জানি না, কত গড় মার মানুষ হলে ভি বালসারা হওয়া যায়। ২০০২ সাল। আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সুরকার দেবীদাস তরফদারের, সুর করা বারটি হিন্দী উর্দু গান রেকর্ড হবে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’লোক ও শিল্পী’ শাখার কাজ। দেবীদাস বাবুর ইচ্ছা, দাদা যদি সঙ্গীতায় যোগ্যনের কাজটি করেন। ওঁর হয়ে আমি দাদাকে অনুরোধ করলাম এবং দাদা খুবই কম পারিশ্রমকে কাজটি করতে রাজি হলেন। সেই মতো ওরা দাদাকে গানের রেকর্ড দিয়ে দিলেন। দাদাও প্রস্তুতি শুরু করলেন।

৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব “ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে”

গৌতম হালদার ‘ভালো থেকো’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এটাই তাঁর প্রথম বাংলা ছবিতে অভিনয় করা। বাংলার দক্ষ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিনয় করে তাঁর খুবই ভালো লেগেছে। বাংলা ভাষার শেখার চেষ্টা করছি। আজও বাংলা গান করতে পারে তাহলে সেই ছবি যুগকে অতিক্রম করতে পারে না। সত্যজিৎ রায়ের ছবি যুগকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তাঁর ছবি সর্বকালের জন্য প্রিয়। রাজ্জি হাতে সময় পেলে বেশ কয়েকটা বাংলা গান শুন। উপস্থিত সবার সমানে নিজ কর্ণে গেয়ে উঠলেন বাংলা গান, ‘তোমাতো আমাতে দেখা হয়েছিল’। বাংলা ভাষা এবং সুরে একটি জাদু রয়েছে। সেই জাদুর স্পর্শ তিনি মুম্বইতে বসে অনুভব করতে পারেন। গৌতম হালদারের চোখে তিনি শুধুমাত্র ছবির ‘আনন্দী’ চরিত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর কন্যাসম। বিদ্যাবালান সাংবাদিক বৈঠকে সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন।**সত্যজিৎ রায় স্মারক**



বঙ্কতা ঃ এর পাশাপাশি শিশির মণ্ডে সত্যজিৎ রায় স্মারক বঙ্কতা দিলেন পরিচালক আর বান্ধি। শিরোনাম ছিল ‘সিনেমার মৃত্যুর আগেই আমি যেন চলে যেতে পারি’। পরিচালক আর বান্ধি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির হোতা বিল থেকে শুরু করে মোবাইল এবং সমস্ত কিছুর বাণিজ্যিকভাবে ভালো সিনেমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পরিবেশকে

এর মধ্যে ঘটলো এক অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। কাজটি শুরু হওয়ার কথা জুলাই মাসের এক রবিবার। হঠাৎ ঠিক তার আগের বুধবার রাতে অকস্মাৎ বৌদি (দাদার কথোপকথন শুনুন। দাদার রিং বাজছে, উনি ফোন তুললেন, -ইয়েস, আমি বালসারা বলছি। -দাদা, আমি কক্ষণ বলছি। -বলো কি ব্যাপার, এতো সকালে ফোন করছ। তোমরা সবাই ঠিক আছ তো? -হ্যাঁ দাদা সবাই ঠিক আছি। -তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে কিছু অসুবিধা হয়েছে। কি হয়েছে বলো। -দাদা, একটু অসুবিধা হয়েছে। -রেকর্ডিংয়ে কোন অসুবিধা? বাজনা ঠিক হয়নি? -না দাদা, সে সব ঠিক আছে। শু-দু………….মানে………….
-হ্যাঁ, বলো বলো, থামলে কেন?
-দাদা, শুধু আপনার বাজানো শেষ আসতে গিয়েছিল।
-শোন কক্ষণ, পৃথিবীতে সব জিনিস চিরকাল থাকে না। যেটা না থাকার, সেটা কোন্ভাবেই রাখা যায় না। চেষ্টা করলেও থাকে না। এটা বাওয়ার ছিল, তাই গেছে। ও নিয়ে তুমি ভেবনা।
-দাদা, আপনি কি বলছেন। এটা তো আমার জট।
-আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি। ও নিয়ে একদম চিন্তা কোর না। আমিতো তিন দিন বাবেই অন্য একটা রেকর্ডিংয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি। বিশ্বকে বোলাে মিউজি শিয়ানদের নিয়ে এক ঘন্টা আগে আসতে। আমি ওই দিন সকালে এক ঘন্টায় মুছে যাওয়া পিসগুলি সব বাজিয়ে দেব। দাদার কথা শুনে মনে হল মাথার উপর থেকে বিরাট এক পাহাড় নেমে গেল।একদিন সকাল সকাল এসে উনি পিসগুলি বাজিয়ে দিলেন। কি শান্তি। সে অনুভূতি আপনার ইচ্ছনা করেননি। আমি আজও জানি না, কত গড় মার মানুষ হলে ভি বালসারা হওয়া যায়। ২০০২ সাল। আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সুরকার দেবীদাস তরফদারের, সুর করা বারটি হিন্দী উর্দু গান রেকর্ড হবে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’লোক ও শিল্পী’ শাখার কাজ। দেবীদাস বাবুর ইচ্ছা, দাদা যদি সঙ্গীতায় যোগ্যনের কাজটি করেন। ওঁর হয়ে আমি দাদাকে অনুরোধ করলাম এবং দাদা খুবই কম পারিশ্রমকে কাজটি করতে রাজি হলেন। সেই মতো ওরা দাদাকে গানের রেকর্ড দিয়ে দিলেন। দাদাও প্রস্তুতি শুরু করলেন।

লেখকদের পকেটেথেকে নেওয়া লেখার প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

বিপ্লবী বাঘা যতীন

পিতৃদেব উমেশচন্দ্র এসে ছেলের মুখ দেখলেন,নাম রাখলেন জ্যোতি,সারা দেশের মানুষ অবশ্য তাঁকে চিনেছিলেন ‘বাঘা যতীন’নামে। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘বাঘা যতীন’ নামে পরিচিত হওয়ার নেপথ্যে আছে অসীম শৌর্য আর বীরদের অনবদ্য এক কাহিনী বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে বাঘকে মারার স্বীকৃতি হিসেবে জ্যোতি পেয়েছিলেন ‘বাঘা যতীন’উপাধি।

দিনটি ছিল ১৯০৬ এর এপ্রিল মাস, বাংলায় ২৮ চৈত্র। আগেরদিন জ্যোতি অফিস করছে কলকাতায়, তারপর সন্দের ট্রেনে কয়ায় ফিরেছে বেশ রাতে। সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেলে পূজোতলায় দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে,খালি গা,আঁট হাতের একটা ধুতি কোমরে জড়ানোঙ্গবাবর সঙ্গে কুশল বিনিময় পর্বটা শুরু হয়েছে,জমিদারের খাজনা বাকি, কিছু একটা করতে হবে, কেউ বলছেন একটা বিদ্যালয় হোক থামে,একটি ছেলে কৃষ্ণনগরে পড়তে যেতে চায় সে খরচ জ্যোতি ব্যায় করবে। আলোচনা,শলা পরামর্শ যেন মুহুর্তে শুরু হয়ে গেল, দু’মাইল দূরের রাধাপাড়া গ্রাম থেকে ক’জন চুরী এসেছেন,চোখে-মুখে তাদের উৎকর্ষা তারা বললেন ‘দাদাবাবু গাঁয়ে একটা কেঁদো আয়চে’। কেঁদো আসলে ছোটখাট বাঘ কে বলা হয়। চাষীরা বললেন কদিন ধরে বাঘটা এর গরু,তার হাগল ধরে মেরে নিয়ে যাচ্ছে।’চল-দেখোই আসি কেমন তোদের কেন্দো’,ধুতিটা মালকোঁচা মেরে ঘর থেকে একটা কুকুর(দাঙ্গিলাং থেকে কেনা) আনতে যাবে,তখন দিলি বাধ সাধলেন,‘হ্যাঁ রে কোথায় চলি?’ না রে,অমন ন্যাড়া হাতে যাওয়াটা আমার ভাল লাগছে না-একটা

করো। তোমাদের কারোর কাছে একটি ফুল আর ধূপকাঠি আছে? থাকে তো দাও। এই লোকটা ভালোই ছিল। এখন তো আর বেঁচে নেই। তাই একটি ফুল ধূপ কাঠি দিতে চাইছি।’নিজেই নিয়ে এমন রসিকতা, ভাবা যায়!

যখন ওনার আরকাইভাল রেকর্ডিং চলাছিল, সেই সময় আমাদের বাড়িতে হীরেন ভট্টাচার্য ও রত্না ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। আর হীরেন ভট্টাচার্য কেমন রসিক মানুষ ছিলেন তা তো যারা তাঁকে চেনেন, ভালোই জানেন। উনি লিকার চা খুব ভালো বাসতেন। হয়তো দিনে চল্লিঙ্গ পঞ্চাশ বার সিপ সিপ করে চা খেতেন। তাই দাদা ওনাকে ‘চা দা’ বলে সম্বোধন করতেন, আর সেই নিয়মে রত্না ভট্টাচার্য হয়েছিলেন ‘চা বৌদি’।ওঁদের সঙ্গে দাদার সম্পর্ক ছিল খুবই আন্তরিক। ২০০৩ সালে দাদা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ওনাকে ক্যালকট্টা হাসপাতালে ভর্তি করা হল। এক অনির্বচনীয় ছবি তৈরি করেছে। মনে হল যেন এক বেবদূত মাটিতে নেমে এসেছেন। দাদা নীরবে টেবিলে রাখা কাগজে কোন কাজের মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি করছেন। আমরা ভিতরে ঢুকে চূপচাপ পাথরের মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের ফিল্ম মুখে পরে ক্ষমতা ছিল না।বেশ কিছুক্ষণ পরে দাদা টের পেয়ে আমাদের দিকে ফিরে নীরবতা ভেঙে বললেন, ‘তোমরা কেন এসেছ আমি জানি। চিন্তা কোর না। রবিবার রেকর্ডিং হবে। আমি সকাল সাড়ে নটায়ে দাদার হাত চেপে ধরলাম। দাদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘ওর যাওয়ার সময় হয়েছিল, চলে গেল। এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম। তা বলে কি দুনিয়া থেমে থাকবে। একটা কথা মনে রাখবে, যতকিছুই হোকনা, দ্য শো মাস্ট গো অন?’

হ্যাঁ, রবিবার দাদা এলেন, আগের মতই। সারাদিন কাজ করলেন। যথারীতি নানারকম হাসি ঠাট্টাও করলেন। দুপুরে মন্দিরার হাতে খেলেন। বোম্বার কোন উপায় নেই, কত বড়ো ঝড় ওনার উপর দিয়ে গভ কয়েকদিনে গেছে। দাদা এমনই ছিলেন।

দাদার রসিকতাও ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা। যেমন, যখন ওনার আরকাইভাল রেকর্ডিং হচ্ছিল তখন দাদার হাসিমুখের চমককার একটি ছবি তুলেছিলেন আমাদেরই এক প্রিয় ভাই সৌম্যজ্যোতি ঘোষ। আমরাটা সেটি ল্যামিনেট করে স্টুডিওতে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। এরপরে একদিন দাদা কাজ করতে এসে হঠাৎ ওই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, ‘সবাই চূপ

কিন্দো,ঘুরে দেখে আসি’। জ্যোতির পিছনে ছুটতে ছুটতে আসছেন বড়ুমামার ছেলে ফণী,মেজমামার ছেলে অমূল্য তাদের অনেক আগে রাধাপাড়ার চাঁদাদের সঙ্গে জ্যোতি এগিয়ে চলেছেন। ভাইয়েরা বায়না বলছে দাদার সঙ্গে যাবে,অমূল্য একটা পাখিমারা বন্দুক নিয়েছেপ্পদা জ্যোতি বলল ওটা দিয়ে বাঘ মারা যায়।লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে ফেলল পাখিমারা বন্দুকটা। রাধাপাড়া গ্রাম শেষ হওয়ার মুখে আখের ক্ষেত,জ্যোতি যেন দেখলেন আখ গাছগুলো সামনে দুলছে,সাহসটা বরাবর ছিল, ব্যাপারটা বুঝতে ক্ষেতের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে জ্যোতি ঢুকলেন কয়েক হাত,হাঁ থামের লোক একদম সঠিক বলেছে, এ যে সত্যিই বাঘ।

এই তাদের কেঁদো ঊঁটে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন,ততক্ষনে উত্তেজনা সামলাতে না পেরে অমূল্য পাখিমারার বন্দুকের টিগারে চাপ দিয়ে ফেলেছে। ভয় হয়ত বাঘ

কিশোরী গৰ্ভধারণ দূরীকরণ ও কন্যা সন্তান রক্ষা সচেতনতা শিবির আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, ফাঁসিদেওয়া, ৭ ডিসেম্বর : আদিবাসী মেয়েদের কিশোরী অবস্থায় গৰ্ভধারণ চিন্তা বাড়়াচ্ছে। এই অবস্থায় কিশোরীদের গৰ্ভধারণ রুখতে ও সমাজে সচেতন বৃদ্ধি করতে কিশোরী গৰ্ভধারণ দূরীকরণ ও



কন্যা সন্তান রক্ষা সচেতনতা শিবির আয়োজন করল স্বাস্থ্য দফতর ও হিন্দুস্থান একালবতী। শনিবার ফাঁসিদেওয়ার কাদোপানি মাঠে স্বাস্থ্য দফতর ও হিন্দুস্থান একালবতী যৌথ উদ্যোগে সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাপতিত্ব অরুণ ঘোষ, হিন্দুস্থান একালবতীর সহ সভাপতি পাণিয়া ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এদিন চাবাগানের গরিব ৬০০ পরিবারকে স্বাস্থ্যকর উপায়ে খাবার করতে একাধিক জিনিষপত্র বিতরণ করার পাশাপাশি টিভি সচেতনতায় ট্যাবলো ইউদ্বোধন করা হয়। কিশোরীদের সচেতন বৃদ্ধি করতে এই শিবির। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যাতে কোনো অসুবিধা না আসে তা সচেতনতা জারি করা হয়েছে মত চন্দ্রিমা। অপরাজিতা বিল পাশ করা হয়েছে অপরাধকে নিমূল করতে। জয়নগরের রায়দানকে টেনে নাম না করে ইউ সিবিআইকে আরজি কর মামলার নিয়ে দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি জানান তিনি। তিনি বলেন যখন বলা হয়েছিল মামলা ইউি ও সিবিআইকে দিতে তখন রাজ্য সরকার বাধা দেয়নি। রাজ্য পুলিশ যা তদন্ত করেছিল তা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত তাড়াতাড়ি শেষ করা উচিত। রাজনৈতিক ভাবে অপরাজিতা বিলের জন্য লড়াই হচ্ছে মত স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী।

পারিবারিক সমস্যার কারণে স্ত্রীর হাতে প্রাণ দিতে হলো ব্যক্তিকে

দুরন্ত বার্তা, কাঁকসা, ৭ ডিসেম্বর : এবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা রাজবাধের ক্যানেনগাড় এলাকায় এক ব্যক্তির গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয়। ব্যক্তির নাম চুনা কোড়া (৫০)। তড়িঘড়ি এলাকাবাসীরা তাদের নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে খবর দেয়। ওপরদিকে খুনের অভিযোগও স্বীকার করে নেন চুনা কোড়ার স্ত্রী আশু কোড়া। এরপরই কাঁকসা থানার পুলিশ আসলে অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেন এলাকাবাসীরা। কাঁকসা থানার পুলিশের কাছেও খুনের অভিযোগ স্বীকার করে নেন স্ত্রী আশু কোড়া। কাঁকসা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করে কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার এ সি পি সুমন জয়সওয়াল আশু কোড়াকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানতে পারেন, বাড়িতে স্বামি-স্ত্রী একাই থাকত। মাঝে মধেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত। গতকাল রাতে চুনা কোড়া ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় হাঁসুয়া দিয়ে গলা কেটে দে় বলে জানান স্ত্রী আশু কোড়া।

মালদার স্কুলে ছাত্রদের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্প চালু হল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ডিসেম্বর : মালদার স্কুলে ছাত্রদের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্প চালু হল। শনিবার সকালে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন ম ল দ া র ই ংরেজবাড়ার পুরসভার পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। মালদার ললিত মোহন শ্যাংমোহিনী হাইস্কুলে প্রায় সাত হাজার লিটার ক্ষ মত ১সংপন্ন পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্প শুরু করা হল এদিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের সহযোগিতায় এই জল প্রকল্প তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ ও সৌরচালিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করবে এই জল প্রকল্প। নতুন এই জল প্রকল্পের ফলে হাজারেরও বেশি ছাত্র উপকৃত হবে। স্কুল পড়ুয়াদের বাড়ি থেকে খাবার জল আনার প্রয়োজন হবে না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

দশম শ্রেণীর স্কুল ছাত্রীর বুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ডিসেম্বর : এক দশম শ্রেণীর স্কুল ছাত্রীর বুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো শনিবার সকালে পুরাতন মালদা পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের সামন্ডা কলোনী এলাকায়। মৃতদেহ আনা হলো ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মৃত স্কুল ছাত্রীর নাম অক্ষিতা নন্দী বয়স আনুমানিক ১৬ বছর। পরিবারের রয়েছে বাবা উত্তম নন্দী সহ তার মা ও এক বোন। অক্ষিতা পরিবারে বোনের মধ্যে বড়। অক্ষিতা মালদা শহরের কৃষ্ণমোহন বালিকা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ানোনা করতো। এবারে সেই স্কুল থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। মাধ্যমিকে টেস্ট পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারিনি অক্ষিতা দাবি পরিবারের। সেই কারণেই নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই দশম শ্রেণীর স্কুল ছাত্রী বলে দাবি তার পরিবারের। অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের ঘরেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে ওই স্কুল ছাত্রী। পরিবারের লোকেরা দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে তড়িঘড়ি। সেখানেই কর্মরত চিকিৎসকেরা অক্ষিতাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত স্কুল ছাত্রীর পরিবারসহ গোটা সামন্ডা কলোনী এলাকায়।

অকেজো পানীয় জল প্রকল্প

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : খট্টিমার বাজারে ৬৪ লক্ষ টাকা অধিক খরচ করে সোলার চালিত পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিল ধূপগুড়ি পঞ্চায়ত সমিতি। দীর্ঘ একটা লম্বা সময় ধরে অকেজ অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেই পানীয় জলের রিজার্ভার। মিলছে না পানীয় জল পাশাপাশি বসানো হয়েছে পাবলিক টয়লেট। খট্টিমার বাজার সপ্তাহের শুক্রবার ও সোমবার হাট বসে। হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে। ক্রেতা থেকে বিক্রেতা প্রত্যেকের অভিযোগ একাধিকবার হাট মালিক কে জানিও কোনরূপ শুরু হয় মেলেনি। বিক্রেতাদের ভয়ঙ্কর অভিযোগ হাট থেকে প্রত্যেক পরিচয়কর অভিযোগ একাধিকবার হাট মালিক কে জানিও কোনরূপ শুরু হয় মেলেনি। বিক্রেতাদের ভয়ঙ্কর অভিযোগ হাট থেকে প্রত্যেক

সপ্তাহে খাজনা তোলা হলেও আমদানের সমস্যার শুরু হয় নিয়ে কোনরকম মাথাব্যথা নেই হাত মালিকের। বাজারে আসা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিক্রেতারা একাধিক অভিযোগ তুললেও সমস্যার সমাধানের নাম গন্ধ নেই বলে দাবি তাদের। গোটা বাজারে একাধিক সমস্যা থাকলেও বাজার নেন সেই মাল্ধাততার আমলেই পড়ে রয়েছে।

১৬ বছরের নাবালিকাকে পাত্রস্থ করতে চেয়েছিল পরিবার, নিজের বিয়ে আটকে উজ্জ্বল কন্যাশ্রী পুরস্কার পায় আমবুপির বিথীকা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৭ ডিসেম্বর : নদীয়ার ভীমপুরের সীমান্ত লাগোয়া শিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী বিথীকা প্রামাণিক । তার বয়স মাত্র ১৭ বছর । বাড়ি ভীমপুর থানার আমবুপি এলাকায়। স্কুল জীবনের চার দেওয়ালের গম্বুর বাইরের দুনিয়ায় তখন তার কাছে ঝাপসা । অথচ তার আগেই নাবালিকা বীথীকা কে সংসার জীবনে ঢুকিয়ে দিতে তৎপর হয়েছিল পরিবারে লোকজন । সে জানে না বিবাহ কি । তবে বিথীকা পড়ানোয়া খুব একটা ভালো না হলেও বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের দিকে নজর ছিল তার। ক্লাসে শিক্ষক- শিক্ষিকাদের কাছে জানতে পেয়েছে অল্প বয়সে বিয়ে করলে তাদের কি কি ক্ষতি হতে পারে । অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, বাইরে ঝাপসা দুনিয়ার আলো খোঁজার কৌতুহল তখন তার মধ্যে ফুলের কুড়ি হয়ে সবে ফুটছে । বিয়ে হলে সেই ফুলের কুড়ি যে অসময়ে ঝরে পড়বে তা বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ক্লাসে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করেছিল বছর সতেরোর এই ছাত্রী। স্কুলের পঠন- পঠন থেকেই উঠেছে তার মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা। প্রতিবাদ স্বরূপ নিজের বিখ্যেটী মেনে নিতে পারেনি না। যেসে পর্যন্ত পরিবারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় সে । নিজের হাতেই নিজের বিয়ে ভেঙে বীরত্বের নজির গড়ে । প্রতিবাদী ছাত্রীর সেই লড়াইকে কুশিষ্ণ জারিয়েছে ছাত্রা সরকার। সেই জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উজ্জ্বল কন্যাশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে শিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের এই প্রতিবাদী ছাত্রীকে । কলকাতার রবীন্দ্রভবনে ১৪ আগস্ট ২০২৪ একাদশতম কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারি অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই সম্মান তাকে দেয় । সেই সঙ্গে উপহারস্বরূপ পাঁচ হাজার টাকাও দেওয়া হয়েছে । যা আগামী দিনে

খুনের মামলায় এক অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলো ইসলামপুর মহকুমা আদালত

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৭ ডিসেম্বর : খুনের মামলায় এক অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলো ইসলামপুর মহকুমা আদালত। অভিযুক্তের নাম আসকার আলি। বাড়ি চাকুলিয়া থানার গোদাশিশল এলাকায়। উত্তর দিনাজপুর উল্লেখ্য ২০২২ সালের মে মাসের ৬ তারিখ সন্ধ্যায় চাকুলিয়া থানার গোদাশিশল এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ ইসলাম কে বাড়ি থেকে ঢেকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত আসকার আলি। ৪ (চার) তারিখে বাড়ি থেকে প্রায় তিনে কিলোমিটার দূরে গাঙ্গুর এলাকায় একটি মাঠ থেকে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় মহম্মদ ইসলাম নামে ৪০ বছরের ওই ব্যক্তির। পরিবারের অভিযোগ বাড়ি থেকে ঢেকে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল মহম্মদ ইসলাম নামে ওই ব্যক্তিকে। মহম্মদ ইসলাম পেশায় চিকাদার ছিল। গত ৫ মে পরিবারের তফাৎ থেকে চাকুলিয়া থানায় খুনের অভিযোগ করেন নিহতের স্ত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে চাকুলিয়া থানার পুলিশ। ৯ মে আসকার আলি নামে এক

গণ পরিবহণে জারি আচরণ বিধি, রূপায়ণ নিয়ে সংশয়ে পরিবহন মালিকরা



কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : গণ পরিবহণে জারি আচরণ বিধি। রূপায়ণ নিয়ে সংশয়ে পরিবহন মালিকরা। উল্টোডাঙায় বেসরকারি বাসের ধাক্কায় খুদে স্কুল পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বেসরকারি গণ পরিবহন নিয়ে বৈঠকে টিক হয়েছিল, রাজ্য সরকার দ্রুত ক্ষণ্ড নির্ধারণ করবে। তার প্রথম ধাপ হিসেবে এবার চালকের সমস্ত বেসরকারি বাস মিনিবাস সংগঠনের কাছে পরিবহন দফতরের আচরণ বিধি পৌঁছাল। ৬ পাতার ওই আচরণ বিধিতে বেরোয়া বাস চালানো বা একই রুটের দুইটি বাসের রেষারেষি রুখতে একগুচ্ছে ডু এবং ডেস্ট গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি

নাবালিকার বিবাহের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জেদকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এই ছাত্রীকে । জানা গেছে, নাবালিকার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় । তার বাবা রাজু প্রামাণিক শিমুলিয়া বাজারের একটি সেলুনে কাজ করে কোন রকমে তিন মেয়ে স্ত্রী কে নিয়ে সংসার চালান । অসময়ে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বড় কারণ হলো আর্থিক দুরবস্থা । সেপ্টেম্বর মাসেই বিথীকার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল । প্রথমদিকে বাড়িতে প্রকাশ্যে আপত্তি জানাতে পারেনি সে । স্কুলে গিয়ে বান্ধবীদের কে ব্যাপারটা জানায় এবং কাল্যাকাটি করলে বিথীকার বান্ধবীরা স্কুলের শিক্ষিকা মুন্ডি মণ্ডল কে সমস্ত ঘটনা জানায়। ছাত্রীদের মুখে সমস্ত কথা শুনে তার পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষিকা । এরপর বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা এবং ছাত্রীরা দলবদ্ধভাবে বিথীকার বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মাকে বিয়ে বন্ধ করার অনুরোধ করেন । বাবা মাও শিক্ষিকার ডাকে সাড়া দেন । শিক্ষিকারা বিথীকার বস্ত্রব্য পরিবারকে বুঝিয়ে সুজে বিয়ে বন্ধ করার কথা স্বীকার করিয়ে নেন । এমনকি সমস্ত বয়ান মোবাইলে রেকর্ডিং করে স্কুলের শিক্ষিকারা প্রধান শিক্ষককে জমা দেন । পরিবারের লোকজন ব্যাধ্য হয়ে বিথীকার বিয়ে বন্ধ করে দেয় । বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মুন্নি মন্ডল বলেন সাধারণত কোন নাবালিকা এসে নিজের বিয়ের আটকানোর কথা সচরাচর বলে না । এটা অশুশাই ওই নাবালিকার সাহসিকতার নিদর্শন । বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চাপড়া ব্লকেই বিভিন্ন অফিসে এবং জেলায় সমস্ত ঘটনা লিখিত আকারে জানানো হয় । যার ফলস্বরূপ রাজ্য সরকার সাহসিকতার জন্য তাকে পুরস্কৃত করে । বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সাহসিকতার জন্য স্কুল গর্বিত হয়। শিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান



শিক্ষক জ্যোতির্ময় ঘোষ বলেন তাদের জন্য আমার সমস্ত কিছু করার পরেও তাদের বান্ধবী আজ নিজে তো পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হলোই এমনকি আমাদের স্কুলের মানসম্মান নষ্ট করল । তোরা ভালোভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দে কোনরকম অন্যা্য কাজ করে স্কুলের মুখে কালি মাখাস না এটাই তাদের কাছে আমার দাবি । প্রধান শিক্ষকের মুখে এই কথা শুনে বিথীকার বান্ধবী সৈয়নী সাহা বলে সাহসিকতা দেখিয়ে যে পুরস্কার সরকার থেকে নেয়েছিল বিথীকা যার জন্য বিদ্যালয়ের সম্মান অর্জন করেছিল , আজ সেই কাজের অর্থমাদা করে বিদ্যালয়ের মান সম্মান নষ্ট করেছে। সৈয়নী আরো বলে তুই যদি এই কাজই করবি তাহলে কি দরকার ছিল সেদিন আমাদেরকেও স্কুলের শিক্ষিকাদের নিয়ে গিয়ে বিয়ে বন্ধ করে সাহসিকতা দেখিয়ে সরকার থেকে পুরস্কার নেওয়া। আমরা চাই ওই পুরস্কার ফিরিয়ে দিক । ওই পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত নয় ও । বিদ্যালয়ের দিদিমণি মুন্নি মন্ডল বলেন ভাবতে খুব অবািক লাগছে, আমরা সেদিন ওর কথা শুনে ওর পরিবারকে গিয়ে বিয়েটা আটকে ছিলাম। এখন সেই কাজ করে ওই স্কুলের মুখ কলঙ্কিত করেছে। বিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষিকা চন্দনা মন্ডল বলেন, ও যে কাজ করেছে তাতে ওর সাজা পওয়া উচিত যদি তা না হয় অন্যান্য ছাত্রীরাও এই ধরনের কাজ করার উৎসাহ পাবে । সরকারের উচিত ওর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া যা দেখে পরবর্তীতে কোন মেয়ে এই ধরনের কাজ করতে সাহস পাবে না । বিদ্যালয়ে যখন দিদির বান্ধবীরা সবাই একত্রিত ভাবে এই ঘটনার প্রতিবাদ করছেন তখন বিথীকার বোন শিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বিথীকা প্রামাণিক বলেন, দিদির ভুলের জন্য বিদ্যালয়ের মান সম্মান নষ্ট হয়েছে । এই ঘটনা শুনে দিদির

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের অব্যবস্থা নিয়ে দ্রুত সুরাহার আশ্বাস গৌতম দেবের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অব্যবস্থা নিয়ে দ্রুত সুরাহার আশ্বাস গৌতম দেবের।



বলেই নিজেদের দায়িত্ব থেকে পাশ কাটিছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে শুধু চিকিৎসকই নয় বরংকে স্ট্রেচার, ট্রলি ও কর্মির অভাব। ভান্ডা স্ট্রেচারে বা ট্রলিতে রোগীদের টেনে হিঁচরে নিয়ে যেতে দেখা যায় রোগী পরিজনদের। কিছু রোগীকে স্ট্রেচারের অভাবে হেটেই ওয়াড়ে নিয়ে যাত্রেন রোগীর পরিজনেরা। দীর্ঘদিনের এই চিত্র একই ভাবে চললেও সুরাহা নিয়ে হেঁচলে নেই কারোই। তবে দ্রুত এই অব্যাবস্থার সমাধান করা হবে। এমনটাই জানালেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি গৌতম দেব। তিনি জানান সমস্ব বিষয় খতিয়ে দেখে সুরাহা করা হবে। ট্রলি ও স্ট্রেচারের সংখ্যা বাড়াচেনার পাশাপাশি যেই সমস্ব কর্মী নিজেদের কাজ ফাকি দিয়ে রোগীদের দিয়ে স্ট্রেচার ও ট্রলি টানার কাজ করছে তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

জৌগ্রামে স্কুল পরিচালন সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ ডিসেম্বর : পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের জৌগ্রামে তেলে নুরি হাই স্কুলে পরিচালন সমিতির ভোট প্রার্থী দিতে পারলো না কোনো বিরোধী দলই। শনিবার তেলে নুরি জুনিয়ার হাই স্কুলে পরিচালন সমিতির ভোটারে নিম্নমেশন জমা দেবার দিন ছিল। যার নির্ধারিত সময় ছিল দুপুর ২ টো পর্যন্ত। দুপুর ৬ টি পেরে জনা তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর অন্য কোনো দল প্রার্থী দিতে পারেনি না। সকাল সন্ধ্যা দল ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান ও বিধায়ক অলোক কুমার মাঝির নেতৃত্বে তৃণমূলের ৬ প্রার্থী নিম্নমেশন আবেদন। নির্বাচন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জৌগ্রাম অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কান্তি মন্ডল, আইএনটিউইউসির সভাপতি তাবারক মন্ডল সহ সকল শাখা সংগঠনের নেতৃব্বরা। যেখানে নিম্নমেশন দেওয়াকে কেন্দ্র করে উৎসবের মেজাজে তৃণমূল, সেখানে দেখাই পাওয়া যায়নি বিরোধীদের। মেহমুদ খান বলেন জামালপুরে বিগত ভোটারে রেজাল্টই প্রমাণ করেছে বিরোধীদের কী অবস্থা । বর্তমানে জামালপুরে সেভাবে বিরোধীদের কোনো অস্তিত্বই নাই।

প্রতি রাগে ক্ষোভে চোপের জল ধরে রাখতে পারেনি। ছলছল চোখে বিথীকাকে বলতে শোনো যায় দিদি ঠিক কাজ করেনি । তবে বুদ্ধিজীবীদের একাংশের বক্তব্য সরকার পুরস্কার দিয়েই দায় সারা করে । সরকারের উচিত যাদেরকে পুরস্কৃত করে তাদের পরবর্তীতে খোঁজখবর নেওয়া তারাই আদৌ সেই পুরস্কারের মামলা দিচ্ছে । পাশাপাশি স্কুল গুলোকেও দায়িত্ব নিতে হবে । প্রয়োজনে এই ব্যাপারে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে । পাশাপাশি তারা আরো তম্মন এ ধরনের যারা কাণ্ড ঘটায় তাদের কাছ থেকে শুধু পুরস্কার ফিরিয়ে নিলেই চলবে না তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে । এখন দেখার বিষয় সরকার কি এই কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারবে । সময় বলবে আমরাও তার অপেক্ষায় থাকলাম।

আমোক্তারনামা
 মহঃ এনামুল কবীর, পিতা- মৃত মহঃ জিয়াউদ্দিন, সাং- মহম্মদপুর, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিস রেজিস্ট্রিকৃত বর্তমান ইং ২০২০ সালে Book-IV, 112 নং আমোক্তার দলিল মূলে ১) অরন মন্ডল, ২) বরুণ মন্ডল, ৩) শ্মশারী মন্ডল, ৪) নমিতা মন্ডল, ৫) আলগজী মন্ডল, ৬) তিফরী মন্ডল আমোক্তার দলিল মূলে ১) অরন মন্ডল, ২) বরুণ মন্ডল, ৩) শ্মশারী মন্ডল, ৪) নমিতা মন্ডল, ৫) আলগজী মন্ডল, ৬) তিফরী মন্ডল আমোক্তার অনুষাধী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১৯ নং দেউলী মৌজাফিত্রি এল. আর. ৪৭০, ৪৯২, ৪৭৬ নং দাগের এল. আর. ৪৪৭৬, ৪৪৭৭, ৪৪৭৮, ৪৪৭৯, ৫২১২, ৫২১৩, ৫২০ নং খতিয়ানের মোট ১৯.৮২ শতক সম্পত্তি ইহতেছে।
 উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L.& L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। আমোক্তারনামা
 ১) আরদান সেখ, পিতা- মৃত খালেক আলিম, ২) নুরে আলম বিবি, রামী- আব্দুল সেখিম, ৩) উত্তর সাং- ও পোঃ- বাউলা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-I, 2437 নং ও গত ইং ২০২২ সালে Book-I, 10540 নং থানার ১৭ নং মল্লজামা মৌজাফিত্রি এল. আর. ১১২, ৫১ নং দাগের এল. আর. ১৮৮১, ৪১১৭ নং খতিয়ানের মোট ২০ শতক সম্পত্তি ইহতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L.& L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
 আমোক্তারনামা ১) রনি সেখ, পিতা- এসরাউল সেখ, ২) আলিম সেখ, পিতা- লুফল হক, ৩) রশ্মা সেখ, পিতা- আদেস সেখ, সকলের সাং- মন্ডলজন, পোঃ- ঘোড়শালা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত গত ইং ২০২৬ সালে Book-I, 17880 নং আমোক্তার দলিল মূলে রাজসে হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L.& L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। আমোক্তারনামা
 সইবুর রহমান, পিতা- আলিমুজ্জামান সেখ, সাং- উমরাবপুর, পোঃ- মাদালা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত গত ইং ০২।০২।২০২৪ সালে Book-I, 1979 নং আমোক্তার দলিল মূলে ১) নারিগন বিবি, ২) সেলিনা খাতুন, ৩) ফরিদা খাতুন, ৪) হাসমাহানা খাতুন, ৫) বেবি বেগম, ৬) সাইলুল সেখ আমাকে আমোক্তার নিমুক্ত করেন। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L.& L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
 OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY LALBAGH, ৬ & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-74214৪ e-Mail: murshidabadmunicipality@gmail.com Office Phone & Fax No. - 03452-270232 NOTICE INVITING e-Tender e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (Niet) No: 483/MM/Niet/ 2024-25 and , Dated: 06-12-2024. The last date for online submission of tender is 17-12-2024 (Tuesday) up to 12:00 Hours. For details please visit website https://wbtdenders.gov.in Dr/rajit Dhar (Chairman, Murshidabad Municipality)
 OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405 TENDER NOTICE The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Two (02) nos. works vide E-NIT No :- 19/E.O/HPS/ 2024-2025, Date:- ০7/12/2024 For more information visit www.wbtdenders.gov.in Sd/- Executive Officer Haripal Panchayat Samity

তিনবার টেস্টের প্রথম বলে উইকেট পেলেন স্টার্ক, বসলেন কলিন্সের পাশে



সুনিল গাভাস্কারও। স্টার্ক টেস্টের প্রথম বলে উইকেটের স্বাদ প্রথমবার পান ২০১৬ সালে, এর টেস্টে আউট করেছিলেন শ্রীলঙ্কার ওপেনার দিনুথ কারুনারাত্নেকে। গলপার ২০২১ সালে আশেজেরে ব্রিজবেন টেস্টের প্রথম বলে স্টার্ক বোল্ড করেন ররি বার্নসকে।

অ্যাডিলেড টেস্টে দর্শক সংখ্যা নতুন রেকর্ড

অ্যাডিলেড, ৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হওয়া ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম দিনের রেকর্ড দর্শক সংখ্যা আগের সব হিসাব ছাড়িয়ে গেছে। ২০১১-১২ মরসুমে অ্যাডিলেডে একই দুই দলের টেস্টে একদিনে ৩৫,০৮১ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। আর এবার স্টার্ক-বুমরা কিংবা বিরাট-হেডের দ্বৈরথ দেখতে এই রেকর্ড ভেঙে গেছে। অ্যাডিলেড ওভালের ৫৩ হাজারের বেশি দর্শক ধারণক্ষমতার বেশিরভাগই পূর্ণ ছিল। এর আগে, পার্শ্বের অস্টাস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারত ২৯৫ রানের বা জয় পায়। সেই মাঠে তিন দিনের মাথায় মোট দর্শকসংখ্যা ছিল প্রায় ৯৬,৪৬৩ জন। যা পার্শ্বের নতুন স্টেডিয়ামে সর্বোচ্চ রেকর্ড।

ওয়েলিংটনে হ্যাটট্রিকে অ্যাটকিনসনের ইতিহাস



ওয়েলিংটন, ৭ ডিসেম্বর : ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চলতি টেস্টের দ্বিতীয় সকালে হ্যাটট্রিক উপহার দিলেন ইংলিশ পেসার অ্যাটকিনসন। নিউজিল্যান্ডের শেষ তিন উইকেট টানা তিন বলে নিয়ে ইতিহাসে নাম লেখান ২৬ বছর বয়সী এই পেসার। ৫ উইকেটে ৮৬ রান নিয়ে দিন শুরু করা নিউজিল্যান্ড অল আউট হয়ে যায়

১২৫ রানে। ব্রাইডন কার্স ও অ্যাটকিনসন নেন চারটি করে উইকেট। টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৭ বছরের ইতিহাসে হ্যাটট্রিক হলো এই নিয়ে ৪৭টি। ইংল্যান্ডের হয়ে হ্যাটট্রিক করা ১৫তম বোলার অ্যাটকিনসন।

নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ড টেস্ট,ইংল্যান্ড চালকের আসনে, গন্ধ পাচ্ছে জয়ের

ওয়েলিংটন, ৭ ডিসেম্বর : শনিবার ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ড চালকের আসনে থেকে দিন শেষ করেছে। দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে করেছ ৩৭৮৫ রান। এর ফলে ইংল্যান্ড ১৫৫ রানে এগিয়ে থেকে ৫৩৩ রানে লিড নিয়েছে। এর আগে শনিবার সকালে পাঁচ উইকেটে ৮৬৫ রান নিয়ে খেলতে নেমে নিউজিল্যান্ড অলআউট হয়ে গেছে ১২৫ রানে। ব্রাইডন কার্স ৪৪৬ ওগুস অ্যাটকিনসন ৩১ রানে ৪ উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন। শনিবার ইংল্যান্ডের হয়ে বেন ডাকেট (৯২) এবং জ্যাকব রেখেল (৯৬) দ্বিতীয় উইকেটে ১৮৭ রানের বিশাল পার্টনারশিপ গড়ে ৩০০ ছাড়িয়ে যায়। রুট ও স্টোকস দুজনেই ক্রিজে অপরাজিত ৫১ রানের জুটিতে দিন শেষ করেছে ইংল্যান্ড।

এমএলএস এমভিপি পুরস্কার জয়ে ইতিহাস গড়ল মেসি

৭ ডিসেম্বর : আর্জেন্টিনা এবং ইন্টার মিয়ামির তারকা ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসি ২০২৪ সালের ল্যান্ডন ডোনেভান মেজর লিগ সকার (এমএলএস) মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার (এমভিপি) পুরস্কার জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। আটবারের ব্যালন ডি'অর বিজয়ী মেসি তার প্রথম পূর্ণ এমএলএস মরসুমেই এই সম্মান অর্জন করেছেন। শুক্রবার অনুষ্ঠানিকভাবে তাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ৩৭ বছর বয়সী মেসি ইন্টার মিয়ামির হয়ে অসাধারণ পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছেন। ২০টি ম্যাচে তিনি ২০টি গোল এবং ১৬টি অ্যাসিস্ট করেছেন। এই ৩৬টি গোল অবদান এমএলএস ইতিহাসের পঞ্চম সর্বোচ্চ একক-মরসুমের রেকর্ড হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। মেসির নেতৃত্বে ইন্টার মিয়ামি নিম্নমিত মরসুমে রেকর্ড ৭৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। তার উপস্থিতিতে দলটি ১২টি জয়, ছয়টি ড্র এবং মাত্র একটি পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। মেসি প্রতি ৯০ মিনিটে ২.১৮ গোল অবদানের এমএলএস রেকর্ড গড়েন। মেসি পঞ্চম আর্জেন্টাইন হিসেবে এমএলএস এমভিপি পুরস্কার জিতলেন। তিনি কলম্বাস ক্রু ফরোয়ার্ড কুচো হার্নান্দেজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিা এগিয়ে ছিলেন। ভোটিংয়ে মেসি ৬৮.৪৩ শতাংশ পেয়ে শীর্ষে ছিলেন, যেখানে কুচো ৬৩.৭০ শতাংশ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকেন। মেসি জুলাই ২০২৩-এ ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দেন এবং প্রথম পূর্ণ এমএলএস মরসুমেই এই পুরস্কার অর্জন করেন।

গাউট ২০.০৪ সেকেন্ডে দৌড়লেন ২০০ মিটার

ব্রিসবেন, ৭ ডিসেম্বর : শনিবার ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ান অল স্কুল অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ২০.০৪ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দৌড়ে মাত্র ১৬ বছর বয়সে গাউট ইতিহাসে জায়গা করে নিলেন। তিনি ২০.০৪ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দৌড়ে পিটার নরমানের ৫৬ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। যুদ্ধ-বিরুদ্ধ দক্ষিণ সুদানের অভিবাসীদের ছেলে গাউট। কুইন্সল্যান্ড শহরে বাস করেন, যেখানে তার ২৪ বছর বয়সে ২০৩২ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে। গাউটের পরবর্তী লক্ষ্য ১০০-এ ১০-সেকেন্ডের বাধা এবং হাফ-ল্যাপ রেসে ২০-সেকেন্ডের চিহ্ন ভাঙার। গাউট শনিবার বলেছেন,সবসময় যা বলেছি তাই করেছি। আমি যদি কিছু বলে থাকি, তা আমার মাথা থেকে এবং আমি এটি না পাওয়া পর্যন্ত আমি এটি অনুসরণ করেছি।

পাঞ্জাব ম্যাচে বড় ধাক্কা মহামেডানের

ক্লাবের সমর্থকরা কিছুটা হতাশ

৭ ডিসেম্বর : আইএসএল ২০২৪-২৫ মরসুমের শুরুতেই মহম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতি প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। নতুন মরসুমে শক্তিশালী স্কোয়াড তৈরি করে আইএসএল পা রেখেছিল মহম্মেডানের এই প্রধান। যদিও মরসুম শুরু পর থেকেই দুরন্ত ছন্দে ছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। কিন্তু মোহনবাগানের কাছে ডার্বিতে হারের পর থেকেই যেন জুজু দেখল আশ্চর্য চেরনিশভের ছাত্ররা। গতকাল পাঞ্জাবের কাছে হেরে আরও বিপদ বাড়ল ব্লাক প্যান্থার্সদের। তাতেই কি সুবিধা হল লিগ টেবিলের তালানিতে থাকা ইস্টবেঙ্গল এফসির? গতকাল মহামোডান স্পোর্টিং ক্লাব পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে মাঠে নামে, কিন্তু ম্যাচটি তাঁদের জন্য ছিল একটি নতুন হতাশার গল্প। ২-০ গোলে

বোলান্ডদের দাপটে গোলাপি বলে ফ্যাকাশে ভারতের জয়ের আশা

৭ ডিসেম্বর : সকালে ট্রাভিস হেডের তাণ্ডব। সন্ধে হতেই গোলাপি বলে হিমশিম খেলেন ভারতের ব্যাটাররা। ফের ব্যর্থ বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মা। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথমজনের সংগ্রহ ১১ রান, দ্বিতীয়জন করলেন মাত্র ৬। অ্যাডিলেডে কামিল, স্টার্ক, বোলান্ডের বল যেন সর্বেশ্বল দেখাচ্ছে ভারতীয় ব্যাটারদের চোখে। এখনও লড়াইছেন ঋষভ পণ্ড ও নীতিশ রেড্ডি। ৫ উইকেট হারিয়ে ভারত পিছিয়ে আছে ২৯ রানে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের রান ১২৮। প্রথম ইনিংসে ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৮০ রানে। প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া পিছিয়ে ছিল মাত্র ৯৪ রানে। আর দ্বিতীয় দিনে শুরু হল ট্রাভিস হেডের তাণ্ডব। হর্ষিত রানা, মহম্মদ সিরাজদের নিয়ে রীতিমতো ছিনিমিনি খেললেন তিনি। ৪ উইকেট তুলে নজর কাড়লেন একমাত্র বুমরাইই। মার্নাসি লাবুশেনকে ফেরান নীতিশ রেড্ডি। স্টিভ স্মিথ, মিলেল মার্শ, অ্যালেক্স ক্যারিরা রান না পেলেও হেডের হাত থেকে মুক্তি মিলল না। শেষ পর্যন্ত ১৪১ বলে ১৪০ রান করে আউট হন হেড। সিরাজ ৪ উইকেট



নিলেও দেলার রান বিলোলেন। অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয় ৩৬৭ রানে। তাদের লিড ছিল ১৫৭ রানের। জবাবে শুরুতেই ধাক্কা। ৭ রানের মাথায় ফিরে গেলেন একেএল রাহুল। কিন্তু অন্যদিকে চালিয়ে খেলছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। ২৪ রান করে বোলান্ডের বলে ক্যাচ দিয়ে আউট হলেন তিনি। বেশিক্ষণ টিকলেন না শুভমান গিলও। তিনি ২৮ রানে আউট হন। ফের ব্যর্থ হলেন বিরাট কোহলি। বোলান্ডের একটা আপাত নির্বিষ বলে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন কোহলি। সংগ্রহ মাত্র ১১ রান।

একই অবস্থা রোহিত শর্মারও। প্রথমেই স্টার্কের বলে আউট হন তিনি। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে সেটি নো বল হয়। তার সফল আর তুলতে পারলেন কোথায়? ১৫ বলে ৬ রান করে কামিলের বলে সোজা বোল্ড। আপাতত ভারতের ইনিংস সামলাচ্ছেন ঋষভ পণ্ড ও নীতিশ রেড্ডি। লড়াই মেজাজে ২৮ রান করে অপরাজিত পঙ্ক। নীতিশের রান ১৫। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ভারতের রান ১২৮। কিন্তু এখনও পিছিয়ে ২৯ রানে। এই টেস্ট জিততে গেলে এখন অলৌকিক কিছুই ভরসা!

অ্যাডিলেডে পর পর দুবার আলো বন্ধ কেন? আজব সাফাই মাঠ কর্তৃপক্ষের

৭ ডিসেম্বর : অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম দিনের আলো বিস্মট নিয়ে ভালোমতো মুখ পুড়েছে অজি ক্রিকেট বোর্ডের। অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে এভাবে খেলার মাঝে বিদ্যুৎ বন্ধ! খানিকটা হলোও অপ্রত্যাশিত। যদিও আলো বন্ধের অল্পদ কারণ উঠে আসছে স্থানীয় সূত্রো। শোনা যাচ্ছে, মাঠকর্মীদের ভুলেই কাণ্ডটি ঘটেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহে কোনও সমস্যা ছিল না। অ্যাডিলেডে দিনরাতের টেস্টে ৫০ হাজার দর্শক

অন্ধকারে ঢেকে যায় পুরো মাঠ। ফ্লাডলাইট নিভে গেলেও মাঠের অন্যান্য আলো জ্বলছিল।



সরবরাহে সমস্যা ছিল? অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সে কথা বলছে না। অজি সংবাদমাধ্যমের খবর বলছে, ওই সময় স্টেডিয়ামের পার্শ্বের অনুশীলন মাঠের আলো বন্ধ করতে চেয়েছিলেন গ্রাউন্ড স্টাফরা। কিন্তু প্রযুক্তিগত গোলমালের জন্য মাঠের চারটি লাইট সিস্টেমের আলোগুলি নিভে যায়। যদিও ভুল বুঝতে পেরে সেটা শুধরে নেওয়া হয়। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আবার

বিস্মটের কারণ কী? এবারও কারণটা অদ্ভুদ। মাঠ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, এবারে নাকি ওই অনুশীলনেরই মাঠের আলো জ্বালাতে গিয়েছিলেন মাঠকর্মীরা। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটাররা অনুশীলন করতে চেয়েছিলেন। এবারেও ওই একই ভুলের জন্য নিভে যায় মাঠের আলো।

ঘোর দুঃসময় সিরাজের, ‘ বোলিংয়ের পর নামতে পারে আইসিসির শান্তির খাঁড়াও

৭ ডিসেম্বর : অ্যাডিলেডে দিনরাতের টেস্টের শুরুটা একেবারেই ভালো হল না মহম্মদ সিরাজের। একে তো বল হাতে তাঁকে প্রভাবহীন দেখাচ্ছে। তার উপরে আবার ভারতীয় পেসারের কপালে বুলছে আইসিসির শান্তির খড়গ। প্রথম দিনের খেলায় অজি ব্যাটার লাবুশেনকে লক্ষ্য করে বিপজ্জনকভাবে বল ছোঁড়ায় শান্তি পেতে হতে পারে সিরাজকে। ঘটনার সূত্রপাত অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের সময়। দিন-রাতের টেস্টে ২৫তম ওভারে বল করছিলেন সিরাজ। উলটো দিকে ছিলেন লাবুশেন। আচমকই লাবুশেন ক্রিজ থেকে বেরিয়ে যান। আসলে সাইটস্ক্রিনের ধার দিয়ে এক ব্যক্তি অনেকগুলো বিয়ারের গ্লাস নিয়ে যাচ্ছিলেন।

একটার উপর একটা রাখায় তা দেখতে অনেকটা সাপের মতো দেখায়। যে কারণে একে বিয়ার মেকও বলা হয়। তাতেই কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে সরে দাঁড়ান লাবুশেন। উলটো দিক থেকে সেটা বোঝার উপায় ছিল না সিরাজের। লাবুশেন সরে দাঁড়ানোয় ভারতীয় পেসার বিরক্ত হন। আচমকা তিনি বল ছুঁড়ে বসেন লাবুশেনকে লক্ষ্য করে। তখন বিষয়টা বেশিদূর এগোয়নি। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে সিরাজকে শান্তি পেতে হতে পারে। ম্যাচ রেফারি ব্যাপারটা দেখছেন। আসলে আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ক্রিকেটার যদি এভাবে অন্য কোনও ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ, ম্যাচ অফিসিয়াল এমনকী সমর্থকদের দিকে বল বা অন্য কোনও ক্রিকেটার সামগ্রী

ছুঁড়ে দেন, তাহলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হ্যাঁ ফিল্ডার বা বোলার যদি ফিল্ডিং করে উইকেটে বল মারার উদ্দেশ্যে বল ছোঁনে তাহলে তিনি শান্তির আওতায় পাবেন না। তবে সেটা যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনও ক্রিকেটারকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে ছোঁতা হয়, তাহলেও শাস্তি পেতে হবে। এক্ষেত্রে অপরাধ নির্ধারিত হয়, বল ছোঁড়ার গতি, অভিমুখ এবং পরিস্থিতি বিচার করে। আইসিসির নিয়মে বলা হয়েছে, বল ছোঁড়া যদি ইচ্ছাকৃতভাবে, বেপরোয়া এবং ফিল্ডিং করার উদ্দেশ্য ছাড়া হয়ে থাকে, তাহলে অভিযুক্ত ক্রিকেটারকে আইসিসির লেভেল ওয়ান অফেন্সে দোষী হিসাবে গণ্য করা হবে। সিরাজেরও এই অভিযোগে বিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নয়া স্ট্রাইকার ও ডিফেন্ডারের খোঁজে ব্যস্ত অস্কার, ইস্টবেঙ্গলের নজরে রবসন ছাড়া আর কে কে

৭ ডিসেম্বর : ম্যানেজমেন্টের কাছে একজন স্ট্রাইকার এবং একজন ডিফেন্ডার চাইলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রজো। আর সেই সূত্র ধরেই ফের ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার রবসন ডিসলিভার নাম ভেসে উঠছে লাল-হলুদে। কারণ, বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস থেকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেই চুক্তি ছিন্ন করেছেন ব্রাজিলিয়ান এই স্ট্রাইকার। তাই অস্কার ব্রজোর দাবি মেনে রবসনের ইস্টবেঙ্গলে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনও নাম ঠিক না হলেও খোঁজ করা হচ্ছে একজন ডিফেন্ডারেরও। বলাই বাহুল্য সেক্ষেত্রে কাদের ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। তবে যতক্ষণ না নতুন ফুটবলার চুক্তি হচ্ছে, চুক্তি বাতিলের তালিকায় থাকা দুই ফুটবলারের নাম সরকারি ভাবে বলছে না ইস্টবেঙ্গল। একটাই কারণ, সেক্ষেত্রে সামনের ম্যাচগুলিতে দলে প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু নাম দুটো যে ক্রেন্টন এবং হিজাজি হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। অস্কার ব্রজোর হাতে পড়ে মাঠে-মাঠের বাইরে অনেকটাই বদলে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। আজ চেন্নাইয়িন এক্সিস ম্যাচের পরেই পর পর তিনটে ম্যাচ, ওড়িশা এফসি, পাঞ্জাব এফসি এবং জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ কোচ মনে করছেন, সুপার সিঙ্গে যাওয়ার জন্য ঘরের মাঠের এই তিনটে ম্যাচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এরপরেই বোঝা যাবে, এই মরসুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে টিক কোথায় পৌঁছতে পারে ইস্টবেঙ্গল। তারই আগে টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়েছেন, এই দলটার সঙ্গেই একজন স্ট্রাইকার এবং একজন ডিফেন্ডার দিলে

দলটা সতিই দাড়িয়ে যাবে। অস্কার ব্রজো বসুন্ধরা কিংসে কোচ থাকার সময় তাঁর কোচিংয়ে খেলেছেন রবসন। তার উপর সদ্য ফ্রি ফুটবলার হয়েছেন। সেই কারণেই রবসনকে নিয়ে আসার কথা বেশি করে শোনা যাচ্ছে লাল-হলুদে। তবে একমাত্র রবসনের সঙ্গেই লাল-হলুদ কর্তারা কথা বলছেন, এরকম নয়। তবে কোচ অস্কার ব্রজো নিজের থেকে কোনও

তার মধ্যে থেকে নিজের পছন্দের ফুটবলারের নাম জানাচ্ছেন। কোচের পছন্দ করা ফুটবলারের সঙ্গেই কথা বলছে টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে যতটা সহজে ব্যাপারটা বলা গেল, পরিস্থিতি ততটা সহজ নয়। এর একটাই কারণ, অর্থ। নতুন করে ভাল দু'জন বিদেশি ফুটবলার আনতে গেলে তাঁদের সঙ্গে ভাল অঙ্কর আর্থিক চুক্তি করতে হবে। আবার



ফুটবলারের নাম পরামর্শ হিসেবে দিতে খুব একটা চাইতেন না। কারণ, অতীতে দেখা গিয়েছে, বিদেশি ফুটবলার নিয়ে আসার পিছনে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিদেশি কোচরা। এক্ষেত্রে ফুটবলারটি ব্যর্থ হলে নানারকম গল্পও শোনা গিয়েছে। টিক এই সব কারণেই নিজেকে বিতর্ক থেকে দূরে রাখতে চান ইস্টবেঙ্গল কোচ। অবশ্যই তাঁর পছন্দ এবং অনুমতি পাঞ্জাব এফসি এবং জামশেদপুরের সই হবে না ইস্টবেঙ্গলে। কিন্তু তিনি নিজের থেকে নাম বলছেন না। ইস্টবেঙ্গল কর্তারা যে যে ফুটবলারের সিদ্ধি নিয়ে আসছেন,

যে দু'জন ফুটবলারকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তাঁদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সব মিলিয়ে ভাল একটা আর্থিক ধাক্কা। এই কারণেই বিদেশি ফুটবলার নিতে গিয়ে কিছুটা হলোও ধীর গতিতে চলতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল। দেখে নিতে চাইছে, সামনের দু'একটা ম্যাচে যল। যদি দেখা যায়, সুপার সিঙ্গে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেক্ষেত্রে আর্থিক বোঝা মাথায় নিয়েও তাড়াতাড়ি করে স্ট্রাইকার আর স্টপারের দু'জন বিদেশি ফুটবলারকে নিয়ে আসা হবে। তবে ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বার্তা শুরু হয়ে গিয়েছে এখন থেকেই।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন রোনাল্ডো? প্রাক্তন সতীর্থের দাবিতে চাঞ্চল্য

৭ ডিসেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নাকি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ আগ্রহী!

অন্য সতীর্থদেরও প্রার্থনা করতে উসাহ নেন সিআর সেভেন, বলছেন

ধর্ম গ্রহণ করতে চেয়েছে। ওর সঙ্গে আমার এ নিয়ে কথাও হয়েছিল। সে



সময় ও আগ্রহ দেখায়। একটা ম্যাচে গোল করার পর রোনাল্ডোকে আমরা সাজাদ করতে দেখেছিলাম। তাছাাও ইসলামের বহু ধর্মীয় রীতি মানতে দেখেছি ওকে। এখানেই খামেনারি আবদুল্লাহ। তাঁর দাবি, অনুশীলনের সময় সন্মত পেলে রোনাল্ডো কোচকে অনুরোধ করতে অনুশীলন খামিয়ে অপেক্ষা করতে। এমনকী পর্তুগিজ সুপারস্টারকে নাকি ‘ হ আকবর’ বলতেও তিনি শুনেছেন। ওয়ালিদ আবদুল্লাহ এই বয়ানের পরই রোনাল্ডোর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এ সবটাই জল্পনা। রোনাল্ডো নিজে কেউ বা তাঁর ঘনিষ্ঠ কেউ এ নিয়ে মুখ

প্রাক্তন গোলরক্ষক ওয়ালিদ আবদুল্লাহ। তিনি নাকি রোনাল্ডোকে বলছেন, রোনাল্ডো সতিই ইসলাম

থোলেননি। ফলে ওয়ালিদের দাবি কতটা সঠিক, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।